ইস্টবেঙ্গল সমাচার

নভেম্বর, ২০২৪ ■ দাম-৫০ (পঞ্চাশ টাকা)

গ্রুপ শীর্ষে

এএফসি কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল

ক্লাব সভাপতির সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা

ইস্টবেঙ্গল দলকে বরণ দমদম বিমানবন্দরে

সূচি

এফসি কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল

নভেম্বর, ২০২৪

অরূপ পাল : স্মরণীয় ম্যাচ খেলল ইস্টবেঙ্গল ২-৩

সমাচার প্রতিবেদন : মহামেডানের বিরুদ্ধে ৯ জনের ইস্টবেঙ্গল, ফিরে এল লড়াকু মানসিকতা ৪

কুশল চক্রবর্তী : অতীতের মতো ফের ঘুরে দাঁড়াবে ইস্টবেঙ্গল ৫

বিশাল দাস : ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রথম লিগ জয়ের ইতিহাস ৬-৮

পারিজাত মৈত্র : লাল-হলুদ সমর্থকদের আবেগের বিচ্ছুরণে কালকা মেলের প্রতিরূপ ৯

সমাচার প্রতিবেদন : ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে এসে শতবর্ষের জার্সি নিলেন ব্যারেটো ১০

সুদীপ্ত ভট্টাচার্য : ক্লাবের একশো বছরের সেরা ডিফেন্ডার এখনও ইস্টবেঙ্গল নিয়েই বেঁচে থাকতে চান ১১

সমাচার প্রতিবেদন : অজাত শত্রু বলরাম নীরবে সরে দাঁড়ালেন ১২

সমাচার প্রতিবেদন : ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন ডিফেন্ডার টমাস ম্যাথুজ প্রয়াত ১৩

সমাচার প্রতিবেদন : ঘুমের দেশে পাড়ি দিলেন কাজল চ্যাটার্জি ১৩

সমাচার প্রতিবেদন : ইস্টবেঙ্গল ফুটবল স্কুল ১৪

সমাচার প্রতিবেদন : ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট স্কুল ১৫

শ্রদ্ধার্ঘ্য

সুদেব দাস

তোমার অকাল প্রয়াণে আমরা
ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা শোকাহত।
তোমাকে জানাই শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সম্পাদকীয়

প্রথমেই ইস্টবেঙ্গল সমাচারের পাঠক, পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, সমর্থক এবং শুভানুধ্যায়ীদের জানাই শারদীয়া দুর্গাপুজো, কালী পুজো, ছট পুজো, জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রীতি শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং অবশ্যই অনেক অনেক ভালোবাসা। আশাকরি, সব উৎসব সবার ভালো কেটেছে। এবার আমরা আগামী উৎসবের জন্য প্রহর গোণা শুরু করেছি। দুর্গোৎসবের সময় ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে আলোর রোশনাই জ্বলেনি। কারণটি আর কিছুই নয়, ডুরান্ড কাপে ব্যর্থতার পর আইএসএল টুর্নামেন্টে ব্যর্থতার দরুন লাল-হলুদ কর্তাদের পাশাপাশি মন-মেজাজ একেবারে ভালো ছিল না ক্লাবের সদস্য, সমর্থকদের। আর এটা তো ঘটনা শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব সাফল্য না পেলে মন-মেজাজ কারও ভালো থাকার কথাও নয়। তাই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব আলোর রোশনাই জ্বালাতে পারেনি সদস্য, সমর্থকদের পাশাপাশি ক্লাব কর্তারা। প্রিয় ক্লাব সাফল্য পেতে ব্যর্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পড়শি পাড়ার ক্লাবের ব্যঙ্গ করা শুরু হয়ে যায়। অনেকটা যেন খুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে। সত্যি কথা বলতে কি পড়শি পাড়া ক্লাবের কর্তা থেকে সদস্য, সমর্থকরা অতীতটা ভুলে যান খুব তাড়াতাড়ি। সাতের দশকের শুরু থেকে প্রায় ছয় বছর গঙ্গাপাড়ের ক্লাবে কখনও আলোর রোশনাই দেখা যায়নি। ব্যর্থতা আর ব্যর্থতা। কমপক্ষে পড়শিপাড়া ক্লাবে সাতের দশকের শুরুর পর থেকে পাঁচ বছর ট্রফির ভাঁড়ার ছিল একেবারে শূন্য। শুধু ট্রফির ভাঁড়ার শূন্য বললে ভুল হবে, ৭৫ সালের ইডেনে অনুষ্ঠিত আইএফএ শিল্ড ফাইনালে পাঁচ শূন্য গোলে লজ্জাজনকভাবে হারতে হয়েছিল গঙ্গাপাড়ের ক্লাবটিকে। প্রায় ৫০ বছর আগে ৫-০ গোলে হারের রেকর্ড আজও অক্ষত রয়েছে। সাতের দশকে সোনালি ইতিহাস নিয়ে গর্ব করলেও, কোনও অহঙ্কার নেই লাল-হলুদ কর্তা, সদস্য, সমর্থকদের। শুধু পড়শি পাড়া ক্লাবের বিরুদ্ধে ৭৫-র মরশুমে শিল্ড ফাইনালে ৫-০ গোলে জয় নয়, ৭০ থেকে ৭৫ সাল পর্যন্ত টানা ছয় বার কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কৃতিত্বে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের। এরপর ২০১০ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত টানা আট বার চ্যাম্পিয়ন হয়ে নিজেদের রেকর্ড নিজেরাই ভেঙে ছিল ইস্টবেঙ্গল। এরকম কৃতিত্ব অন্য কোনও ক্লাবের নেই। তবু নীরবে থাকার রীতি আজও মেনে চলে ইস্টবেঙ্গল পরিবার। পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীর গানটা আমরা সব সময় মনে রেখে চলি। গানটা হল 'চিরদিন কাহারও সময় সমান নাহি যায়। সত্যি তো অন্ধকার শেষ হলে আলোয় ফেরা তো বাস্তব ঘটনা। তাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠে ফের সাফল্যের সরণিতে পা রাখবে শতাব্দী প্রাচীন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। ইতিমধ্যে ভুটানের মাটিতে এএফসি কাপের ম্যাচে পারো এফসি'র বিরুদ্ধে ২-২ গোলে প্রথম ম্যাচ ড্র করলেও, দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশের বসুন্ধরা কিংস ক্লাবকে ৪-৩ গোলে এবং লেবাননের নেজমাহ এফসি-কে ৩-২ গোলে হারিয়ে এএফসি কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র সংগ্রহ করেছে। বিদেশি দলের বিরুদ্ধে বরাবরই দুর্দান্ত পারফরমান্স করে এসেছে লাল-হলুদ শিবির। এবারও তার কোনও ব্যতিক্রম ঘটেনি ভুটানের মাটিতে। সমর্থকদের কাছে শুধু একটাই আবেদন দল জয় পেলে আমরা যেমন ফুটবলারদের পাশে থাকি, ঠিক তেমনি দল হারলেও আমরা যেন দলের পাশে থাকি। এই 'স্পোর্টিং স্পিরিট' যদি সমর্থকরা দেখাতে পারেন তবে আবার ইস্টবেঙ্গল ঘুরে দাঁড়িয়ে পুরানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনবেই আনবে। তাই আমাদের একটু অপেক্ষা করতেই হবে সুদিন ফিরে পাবার জন্য। আমরা ভীষণভাবে আশাবাদী ইস্টবেঙ্গল মশাল আবার জ্বলে উঠবে। ইস্টবেঙ্গলের সাময়িক ব্যর্থতার জন্য আমরা সবাই দুঃখিত। পাশাপাশি আমরা লাল-হলুদ সদস্য, সমর্থক এবং কর্তারা দুঃখিত আরও দু'জন প্রিয় মানুষের জন্য। দু'জনেই ছিলেন সাতের দশকের ইস্টবেঙ্গল ফুটবলার। একজন হলেন প্রাক্তন ডিফেন্ডার টমাস ম্যাথুজ, আর অন্যজন হলেন মিডফিল্ডার কাজল চ্যাটার্জী। এই দুই ফুটবলারের হাস্যোজ্জ্বল মুখ কখনও ভোলার নয়, ঘুমের দেশে শান্তিতে ঘুমোন টমাস ও কাজল।

ইস্টবেঙ্গল সমাচার পত্রিকার দামবৃদ্ধি

বর্তমানে আর্ট পেপারের দাম অত্যাধিক বৃদ্ধি হওয়ার জন্য ইস্টবেঙ্গল সমাচার পত্রিকার দামবৃদ্ধি করা হয়েছে ২০২৩ সালের জুন মাস থেকে। তাই ১০ টাকার পরিবর্তে বর্তমানে ইস্টবেঙ্গল সমাচার পত্রিকার দাম ৫০ টাকা।

এএফসি কাপ টুর্নামেন্ট

স্মরণীয় ম্যাচ খেলল ইস্টবেঙ্গল

অরূপ পাল, যুগ্ম সম্পাদক, ইস্টবেঙ্গল সমাচার

এএফসি কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে যোগ্যতা অর্জন করার পর ভুটানের মাটিতে উচ্ছ্বসিত ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা।

বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবের আবহেও তো লাল-হলুদে আলোর রোশনাই জ্বালাতে পারেনি। আসলে টানা ৮ ম্যাচে হারের ধাক্কা সহ্য করা ক্লাব আর তার সঙ্গে জড়িতদের তো আর উৎসবে গা ভাসানোর মন থাকে না। ইস্টবেঙ্গল সদস্য, সমর্থক এবং ক্লাব কর্তাদেরও ছিল না। অবশেষে সেই টানা হারের যাবতীয় জ্বালা-যন্ত্রণা মিটিয়ে ভুটানের মাটিতে দীপাবলীর রোশনাই জ্বালালেন মহেশ তালাল, দিমিত্রিয়াস দিয়ামান্তাকস, সৌভিক চক্রবর্তীরা। এএফসি কাপের প্রথম ম্যাচে দুর্বল পারো এফসি'র বিরুদ্ধে এগিয়ে থেকেও ২-২ গোলে খেলা শেষ করে ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশের বসুন্ধরা কিংসের বিরুদ্ধে ৪-০ গোলে দাপুটে জয় ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়ে দেয় শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব ইস্টবেঙ্গলের। আর ১ নভেম্বর গ্রুপের শেষ ম্যাচে লেবাননের শক্তিশালী নেজমেহ এফসি-র বিরুদ্ধে জয় ছাড়া অন্য রাস্তা ছিল না লাল-হলুদ শিবিরের কাছে। মরণ-বাঁচন ম্যাচে শক্তিশালী নেজমেহ এফসি-র বিরুদ্ধে শুরু থেকেই দাপট দেখিয়ে ৩-২ গোলে জয় তুলে নেয় ইস্টবেঙ্গল। আর এই জয়ের ফলে তিন ম্যাচে সাত পয়েন্ট সংগ্রহ করে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে এএফসি কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল ইস্টবেঙ্গল। ২০১৩ সালের পর ২০২৪। অর্থাৎ ১১ বছর পর আবার ইস্টবেঙ্গল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র সংগ্রহ করল। ২০২৫ সালের ৫ মার্চ এএফসি কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ঘরের মাঠে খেলবে তুর্কমেনিস্তানের চ্যাম্পিয়ন আর্কাদাগ ক্লাবের বিরুদ্ধে। ১১ মার্চ অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলবে ইস্টবেঙ্গল।

হ্যাঁ, এভাবেও ফিরে আসা যায়। তা আরও একবার প্রমাণ করে দেখাল লাল-হলুদ শিবির। টানা ব্যর্থতার পর শতাব্দী প্রাচীন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ঘুরে দাঁড়াল এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে। এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের নিয়ম অনুযায়ী গ্রুপ 'এ' থেকে 'সি'র চ্যাম্পিয়ন দল শেষ আটে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। পশ্চিম এশিয়ার এই গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানে শেষ করা একটি দলও কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র সংগ্রহ করবে। এছাড়া পূর্ব অঞ্চলের গ্রুপ 'ডি' এবং 'ই'-র চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স দল শেষ আটে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। গ্রুপ পর্যায়ের শেষ ম্যাচ খেলতে নামার আগে লেবাননের নেজমেহ এফসি দুটি ম্যাচে ৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করে বেশ খানিকটা সুবিধাজনক জায়গায় ছিল। অন্যদিকে সম সংখ্যক ম্যাচে চার পয়েন্ট সংগ্রহ করে দ্বিতীয় স্থানে ছিল ইস্টবেঙ্গল। ফলে শেষ আটে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে ইস্টবেঙ্গলের সামনে জয় ছাড়া অন্য কোনও রাস্তা ছিল না। ম্যাচ ড্র হলে লাল-হলুদ শিবিরকে তাকিয়ে থাকতে হত জটিল অঙ্কের দিকে। না, কোনও জটিল অঙ্কের দিকে নয়, সরাসরি লেবাননের সেরা দল নেজমেহ এফসি-কে ৩-২ গোলে হারিয়েই কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল ব্রুজো অস্কারের দল ইস্টবেঙ্গল। ভুটানের থিম্পুতে ইস্টবেঙ্গল নেজমেহ এফসি-র দ্বৈরথ শুরু হওয়ার চব্বিশ ঘণ্টা আগে ব্রুজো অস্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন, ড্র নয়। জয় ছিনিয়ে নিয়েই কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে চাই। যেমন ভাবা তেমন

এএফসি কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে যোগ্যতা অর্জন করার পর ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁবুতে ফিরে ক্লাব সভাপতি মুরারীলাল লোহিয়ার সঙ্গে পতাকা উত্তোলনের মুহূর্তে লাল-হলুদ কোচ ও ফুটবলাররা। রয়েছেন ক্লাব সহ-সচিব ডঃ শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত।

কাজ। আসলে দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশের বসুন্ধরা কিংস-র বিরুদ্ধে ৪-০ গোলে জয়টাই লাল-হলুদ কোচকে আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছিল। উল্লেখ্য গত মরশুমে এই বসুন্ধরা এফসি-র কাছে হেরে এএফসি কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছিল পড়শি পাড়া ক্লাবের।

ময়দানে একটা প্রবাদ বাক্য চালু আছে। খোঁচা খাওয়া বাঘ ভয়ঙ্কর, ঠিক তেমনি পিছিয়ে থাকা ইস্টবেঙ্গল ভয়ঙ্কর। এই প্রবাদ বাক্যটির ফের আর একবার প্রমাণ করলেন লাল-হলুদ ফুটবলাররা। এর আগে বহুবার পিছিয়ে পড়েও রুদ্ধশ্বাস জয় পেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। শুধু পিছিয়ে পড়ে জয় নয়, বিদেশি দলের বিরুদ্ধে বহু স্মরণীয় ম্যাচে জয় পাওয়ার রেকর্ড রয়েছে শতাব্দী প্রাচীন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের। এবারও সেই ঐতিহ্য বজায় রাখলেন লাল-হলুদ ফুটবলাররা। ফিনিক্স পাখির মতো ইস্টবেঙ্গলের ঘুরে দাঁড়ানোর রহস্য সম্পর্কে কোচ অস্কারের পরিষ্কার বক্তব্য, ফুটবলাররা বুঝতে পেরেছিল শেষপর্যন্ত লড়াই করতে হবে। কঠিন সময় কাটিয়ে কীভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হয়, ওরা উপলব্ধি করতে পেরেছে। তাই ফুটবলারদের ধন্যবাদ।

তিন ম্যাচে চারটি গোল করে নজর কেড়েছেন গতবার আইএসএল টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ গোলদাতা দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তকস। শুধু চারটি গোল করা নয়, বসুন্ধরা কিংস ক্লাবের বিরুদ্ধে ৩৩ সেকেন্ডে গোল করে এএফসি কাপে নয়া নজির গড়েছেন দিমিত্রিয়স। টুর্নামেন্টের নায়ক দিমিত্রিয়সের বক্তব্য, লক্ষ্যে আমরা সফল। আমরা জানতাম লড়াই করতে হবে। তবে এখন এএফসি কাপ অতীত, লক্ষ্য আইএসএল টুর্নামেন্টের সুপার সিক্সে খেলার যোগ্যতা অর্জন করা। কোচ অস্কার ব্রুজো বলেন, এএফসি কাপে দলের সাফল্যটা আইএসএল টুর্নামেন্টে সাহায্য করবে। ইস্টবেঙ্গল সদস্য, সমর্থক, ক্লাব কর্তাদের মুখে হাসি ফোটাতে পেরে সত্যি ভালো লাগছে। ক্লাবের কার্যকরী কমিটির অন্যতম সদস্য দেবব্রত সরকার বলেন, ইস্টবেঙ্গল বিদেশের মাটিতে সব সময় ভালো খেলে। আমাদের একটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে চলতে হচ্ছিল। এই জয় দলকে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করবে। খাদের কিনারা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ২ নভেম্বর শনিবার দুপুরে ভুটান থেকে দমদম বিমান বন্দরে নেমে ইস্টবেঙ্গল দল সোজা পা রাখে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে। ক্লাব তাঁবুতে কোচ অস্কার, অধিনায়ক সল ক্রেসপো ক্লাব সভাপতি মুরারিলাল লোহিয়া লাল-হলুদ পতাকা উত্তোলন করেন। পাশাপাশি কেক কেটে জয় উদ্‌যাপন করেন। সমর্থকদের মিষ্টি মুখ করানো হয়। ক্লাব ছাড়ার আগে কোচ থেকে ফুটবলারদের গলায় একই সুর, আইএসএল টুর্নামেন্টে ঘুরে দাঁড়াতে প্রত্যয়ী তারা। এখন দেখার এএফসি কাপের সাফল্য আইএসএল টুর্নামেন্টে ইস্টবেঙ্গল তুলে ধরতে পারে কিনা। ভুটানে ইস্টবেঙ্গলের সাফল্যের দুই নায়ক মাধি তালাল এবং দিমিত্রিয়স। গত মরশুমে আইএসএল টুর্নামেন্টে সেরা দুই ফুটবলার এবার বেশ খানিকটা অফ ফর্মে। এবার আইএসএল টুর্নামেন্টে তাদের সেরা ফর্মে দেখা যাবে বলে প্রহর গুণছেন লাল-হলুদ সমর্থকরা।

বসুন্ধরা এফসি'র বিরুদ্ধে গোল করার পর সৌভিক চক্রবর্তীকে সতীর্থ দিয়ামান্তকস ও নন্দকুমার অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

আইএসএল টুর্নামেন্টে জঘন্য রেফারিং

মহামেডানের বিরুদ্ধে ৯ জনের ইস্টবেঙ্গল, ফিরে এলো লড়াকু মানসিকতা

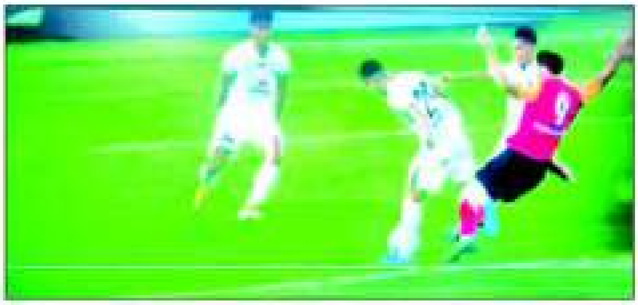

বক্সের মধ্যে ইস্টবেঙ্গল ফুটবলার দিয়ামান্তকসকে অবৈধভাবে মহামেডান স্পোর্টিং ফুটবলারা বাঁধা দিলেও নিশ্চিত পেনাল্টি দিলেন না রেফারি হরিশ কুণ্ডু।

সমাচার প্রতিবেদন ঃ আইএসএল টুর্নামেন্টে টানা চারটি ম্যাচে ব্যর্থতার পর সপ্তম ম্যাচটি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কাছে ছিল ঘুরে দাঁড়ানোর ম্যাচ। ৯ নভেম্বর, ২০২৪ শনিবার, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ ছিল আরেক শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব মহামেডান স্পোর্টিং। রেফারি হরিশ কুণ্ডুর সৌজন্যে ইস্টবেঙ্গল জয় পেল না মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে। ম্যাচটি শেষ হল গোলশূন্য ভাবে। ম্যাচ গোলশূন্যভাবে শেষ হলেও যখন ইস্টবেঙ্গল দলের ফুটবলাররা মাঠ ছাড়ছেন তখন লাল-হলুদ সমর্থকরা করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন। সঙ্গে 'জয় ইস্টবেঙ্গল' ধ্বনি।

কলকাতা ময়দানে এই দৃশ্য শেষ কবে দেখা গিয়েছে? মহামেডান স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে নন্দকুমার এবং মহেশ সিং লাল কার্ড দেখায় ৩০ মিনিটের মধ্যে ন'জন হয়ে যাওয়া ইস্টবেঙ্গলের গোলশূন্য ড্র জয়েরই সমান। প্রভু সুখন গিল, আনোয়ার আলি, হিজাজি মাহের, সৌভিক চক্রবর্তী, লাল চুংনুঙ্গা থেকে মাহি তালাল, দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তকোস, সাউল ক্রেসপোরা শুধু ফুটবল খেলছিলেন না, জীবন যুদ্ধেও জিততে নেমেছিলেন। যুবভারতীতে উপস্থিত দর্শকদের সামনে মাথা উঁচু করে গর্বের সঙ্গে মাঠ ছাড়ার সময় আরও একবার ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা প্রমাণ করলেন জয় না এলেও লড়াকু মনোভাবের কোনও পরিবর্তন হয়নি।

আক্রমণে লাল-হলুদ ফুটবলার দিয়ামান্তকস।

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করার পরেই লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজোথেকে সৌভিক চক্রবর্তী— প্রত্যেকেই মহামেডান স্পোর্টিং ম্যাচকে বেছে নিয়েছিলেন আইএসএল টুর্নামেন্টে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য। ম্যাচের শুরু থেকে আক্রমণে ঝড় তোলেন অস্কার ব্রুজোর দলের ফুটবলাররা। লাল-হলুদ ফুটবলারদের আক্রমণে ছন্দ হারিয়ে ফেললেন সাদা-কালো শিবিরের ফুটবলাররা। ম্যাচের ২১ মিনিটে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে নিশ্চিত পেনাল্টি থেকে বঞ্চিত করলেন রেফারি হরিশ কুণ্ডু। পেনাল্টি বক্সের মধ্যে থেকে গোল লক্ষ্য করে শট নেওয়ার ঠিক আগে দিয়ামান্তকোস-কে মাঠে উপস্থিত ২১ হাজার ১১৯ জন দর্শককে অবাক করে ফ্রি-কিক দেন রেফারী হরিশ কুণ্ডু। বাজপাখির মতো উড়ে গিয়ে মহামেডান গোলরক্ষক ভাস্কর রায় কর্নারের বিনিময়ে বাঁচিয়ে দলকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করলেন। এরপর মনে হচ্ছিল যে কোনও মুহূর্তে গোল করে এগিয়ে যাবে ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু মিনিট আটেকের মধ্যে বদলে গেল পরিস্থিতি। তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে ইস্টবেঙ্গলের দুই নির্ভরযোগ্য ফুটবলার নন্দকুমার এবং মহেশ সিংকে লাল কার্ড দেখালেন রেফারি হরিশ কুণ্ডু। ম্যাচের বয়স তখন ৩০ মিনিট। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ৭০ মিনিট ইস্টবেঙ্গল খেলল নয় জনে। তবু শতাব্দী প্রাচীন মহামেডান গোল পেল না ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে। ইস্টবেঙ্গল পেল মাত্র ১ পয়েন্ট। আর সেই ১ পয়েন্টকেই ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য অক্সিজেন হিসেবে দেখছে লাল-হলুদ শিবির। ৯ নভেম্বর ২০২৪ যেভাবে মহামেডান স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে ৭০ মিনিট ধরে লড়াই করে এক পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়েছে ৯ জনের ইস্টবেঙ্গল, তাতে কোচ থেকে ফুটবলার এবং অবশ্যই কর্তারা সবাই নতুন করে স্বপ্ন দেখছেন। ১১ জনের মহামেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে ৯জনের ইস্টবেঙ্গল পাল্লা দিয়ে দৌড়েছে। সত্যিই লাল-হলুদ ফুটবলারদের এই লড়াইয়ের জন্য কুর্নিশ জানাতে হয়। সাবাশ ইস্টবেঙ্গল, সাবাশ। শতাব্দী প্রাচীন ইস্টবেঙ্গল যে লড়াকু দল আরও একবার প্রমাণ করল। হারার আগে হারে না ইস্টবেঙ্গল তা আরও একবার দেখিয়ে দিলেন ফুটবলাররা। শুধু এবারই ইস্টবেঙ্গল প্রথম রেফারির অবিচারের শিকার হল না, এর আগে বহুবার হয়েছে। তবু রেফারির মানের কোনও উন্নতির লক্ষণ নেই। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন কর্তাদের রেফারিং নিয়ে নেই কোনও হেলদোল।। রেফারির মানে উন্নতি না হলে ভারতীয় ফুটবলে কখনও উন্নতি হবে না। এখন দেখার ফেডারেশন কর্তারা রেফারির মান উন্নয়নের জন্য কি পদক্ষেপ নেয়।

অতীতের মতো ফের ঘুরে দাঁড়াবে ইস্টবেঙ্গল

কুশল চক্রবর্তী-বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক

৮০ সালে রোভার্স কাপে যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা।

শতাব্দী প্রাচীন এক ক্লাব। তার ইতিহাসের পাতায় পাতায় আছে নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য। এটাই তো খুব স্বাভাবিক। কালের নিয়মে ইস্টবেঙ্গল প্রতিকূলতার বিপক্ষে লড়াই করে বেঁচে থেকেছে বলেই না এখানে এসে পৌঁছেছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব বারবার প্রমাণ করেছে ব্যর্থতার গ্লানি থেকেই জন্ম নেয় সাফল্যের রাস্তায় ফেরার অদম্য ইচ্ছা। সাময়িকভাবে কোনও ক্লাবকে পরাজয়ের নির্মম কশাঘাত তার অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে কিছু সময়ের জন্য দূরে সরাতে পারে কিন্তু তাদের অদম্য প্রচেষ্টা থাকলে তারা আবার স্বমহিমায় ফিরবেই। ইস্টবেঙ্গল এমনই একটা ক্লাব যারা বারবার এই সত্যকে বাস্তবে প্রমাণ করেছে। আজও যা অব্যাহত।

১৯৫৩ থেকে ১৯৫৬ সালে ইস্টবেঙ্গলের এক দুঃসময়ের কথন। যে ইস্টবেঙ্গল ১৯৫২ সালের লিগ বিজয়ী তার ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল অবধি কলকাতায় কোন ট্রফি নেই। নানা অব্যবস্থার শিকার তখন ইস্টবেঙ্গল। ১৯৫৪ সালের ২ জুন কলকাতার যুগান্তর পত্রিকায় লেখা হয়, "ফুটবল পরিচালনের ভার গ্রহণে রাজ্য সরকারের প্রতি আবেদন। ক্রীড়া জগতে চরম অব্যবস্থার কথা স্বীকার ঃ পঙ্কজ গুপ্তের বিবৃতি"। কে সেই পঙ্কজ গুপ্ত? তিনি হলেন তৎকালীন নিখিল ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট, ভারতীয় হকি ফেডারেশনের আর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট। আশাকরি সকলেই এবার পঙ্কজ গুপ্ত মানুষটার গুরুত্ব বুঝতে পারছেন। তাহলেই অনুভব করতে পারছেন কি অবস্থার মধ্যে দিয়ে তখন কলকাতা ফুটবল চলছিল। আর তার প্রভাব অনেকটাই এসে পড়েছিল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মতো লড়াই করা ক্লাবের উপর। এত প্রতিকূলতার মধ্যেও কিন্তু ইস্টবেঙ্গল কলকাতার বাইরে ১৯৫৬ সালে ডুরান্ড আর ডি.সি.এম.-র ফাইনালে উঠেছিল।

১৯৫৬ সালে ক্লাবকে লিগের খেলায় তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবের বিপক্ষে খেলবার সময় কি হয়েছিল তা একটু বলা যাক। ১৬ জুন ১৯৫৬ সালের সেই খেলায় ইস্টবেঙ্গল হেরে ছিল মোহনবাগানের কাছে ২-৩ গোলে। সেই খেলার প্রথম গোল সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তৎকালীন কলকাতার এলিটদের কাগজ যুগান্তর কি লিখেছিল দেখুন, "যদিও প্রথম গোল সম্পর্কে রেফারির দায়িত্বের কথা অস্বীকার করা যায় না। দ্বিতীয়ার্ধের ষষ্ঠ মিনিটে সাত্তার উঁচু করে একবার আস্তে শট করলে ডাঃ দাসগুপ্ত ঠিকভাবে বলটি ধরতে না পারায় বল তার বুকে লেগে মাটিতে পড়িয়া পুনরায় উপরে উঠিলে দাসগুপ্ত তা ধরে নেয়। কিন্তু রেফারি এর মধ্যে বংশীধ্বনি করে সুস্পষ্টভাবে গোলের নির্দেশ দিয়ে দেন। উত্তর প্রান্তের লাইন্সম্যান পি. চক্রবর্তী কিন্তু গোলের নির্দেশ দেন নাই। গোলের নির্দেশ দেওয়ার সময় রেফারি কিন্তু অন্তত গোল লাইন থেকে ২৫ গজ দূরে দাঁড়িয়েছিলেন।"। এরপর হয় গণ্ডগোলের সূত্রপাত। কিন্তু এসবের পরেও কিন্তু ইস্টবেঙ্গল কলকাতার বাইরে গিয়ে কালিকটে কে নায়ার ট্রফি যেতে এবং ডুরান্ড জিতে আনে দিল্লি থেকে। যে ইস্টবেঙ্গল কলকাতা লিগে অনন্য সব রেকর্ডের অধিকারী, তারাই কিন্তু ১৯৫২ সালের পরে লিগ জিতেছিল ১৯৬১ সালে।

১৯৬১-র পর আবার ১৯৬৬ সালে। অর্থাৎ কিনা ১৯৫২ থেকে ১৯৬৬ সালের, মানে ১৩ বছরে একবার মাত্র কলকাতা লিগ জিতেছিল। যে ইস্টবেঙ্গল ১৯৫৩ থেকে ১৯৬০ অবধি কলকাতা লিগ পায়নি তারা কিন্তু এই সময় তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানকে লিগে ৪ বার পরাস্ত করেছে। এক সময় ফুটবলে ভারত সেরা হবার প্রতিযোগিতা ছিল ফেডারেশন কাপ। ১৯৭৭ সালে শুরু হওয়া সেই প্রতিযোগিতায় ১৯৮৫ সাল অবধি ইস্টবেঙ্গল জিতেছিল মাত্র তিনবার। দু'বার মোহনবাগানের সাথে যুগ্ম বিজয়ী হয়ে। অথচ এই সময় তারা ফাইনালে উঠেছিল আরও চার বার। কিন্তু ১৯৯৬ সাল থেকে ২০১৭ সাল অবধি ইস্টবেঙ্গল ফেডারেশন কাপ জিতেছিল ৫ বার। অতএব প্রতিযোগিতা যত পুরানো হয় তত ইস্টবেঙ্গল তাদের জয়ের সংখ্যা বাড়িয়ে নেয়।

ভেবে দেখুন, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কলকাতা লিগ পেয়েছে ক্লাব গঠনের ২২ বছর পরে। আইএফএ শিল্ড পেয়েছে ২৩ বছর পরে। ডুরান্ড কাপ পেয়েছে ৩১ বছর পরে। রোভার্স কাপ পেয়েছে ২৯ বছর পরে। সেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবই এখন ৩৯ বার লিগ জিতে আর ২৯ বার আইএফএ শিল্ড জিতে সবাইকে পেছনে ফেলে দিয়েছে।

একবারও কিন্তু ইস্টবেঙ্গল ক্লাব থেমে থাকেনি। বিদেশি ক্লাবের বিরুদ্ধে তার অনন্য খেলা প্রতিনিয়ত ভারতীয় ফুটবলকে গৌরবান্বিত করেছে। কারণ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের আদর্শ আর চিন্তা শুধু ফুটবলের ট্রফি জেতাই নয়। শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব এখন শুধু ট্রফি জেতাতেই থেমে না থাকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রেখে এগিয়ে যেতে চায় আরও বড় কোন কাজের নেশায়। সাময়িক ব্যর্থতা সামলে অতীতের মতো ফের ইস্টবেঙ্গল ঘুরে দাঁড়াবে বলে আশাবাদী লাল-হলুদ সমর্থকরা।

১৯৪২ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রথম লিগ চ্যাম্পিয়ান দলের ফুটবলাররা।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রথম লিগ জয়ের ইতিহাস

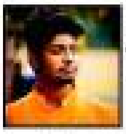

বিশাল দাস, ক্রীড়া সাংবাদিক

ম্যাচের বয়স তখন কুড়ি মিনিট, মোহনবাগানের খেলোয়াড় এ ভৌমিকের পা থেকে বল কেড়ে নিলেন কৃষ্ণা রাও। বল পেয়েই, সময় নষ্ট না করে ক্রশপাসে তিনি বল পাঠিয়ে দিলেন আপ্পারাওকে। আপ্পারাও বল ধরলেন, সামনে এগিয়ে আসছেন মোহনবাগানের নির্ভরযোগ্য ব্যাক শরৎ দাস, পাশেই অমল ভৌমিক ও অনিল দে। অমল ভৌমিক ও অনিল দে-কে এক টার্নে পরাস্ত করে, শরৎ দাসের পাশ থেকে সোমানাকে উদ্দেশ্য করে এক গোলমুখী থ্রু পাস দিলেন আপ্পারাও। সোমানা বল পেয়ে, এক পা এগিয়েই গোল লক্ষ করে এক কোনাকুনি শট করেন। গোলকিপার রাম ভট্টাচার্যকে দাঁড় করিয়ে রেখে, বল বারপোস্টের কোণ ঘেঁসে গোলে ঢুকলো।

গোল! গোল! অবশেষে এলো সেই কাঙ্ক্ষিত গোল। গোল দেওয়ার পর থেকেই আরও গোলের লক্ষ্যে ইস্টবেঙ্গল মুহুর্মুহু আক্রমণ শানাতে থাকে মোহনবাগানের অর্ধে। কিন্তু মোহনবাগান গোলে প্রাচীর হয়ে দাঁড়ান রাম ভট্টাচার্য, দুটি নিশ্চিত গোলরক্ষা করেন তিনি। অবশেষে খেলা ১-০ গোলেই সমাপ্ত হয়।

১১ জুলাই, ১৯৪২, শনিবার, ক্যালকাটা মাঠে মোহনবাগানকে ১-০ গোলে পরাস্ত করে অবশেষে ইস্টবেঙ্গল প্রথমবারের জন্য কলকাতা লিগজয় করে, তাও এক ম্যাচ বাকি থাকতেই। পরের দিন যুগান্তর পত্রিকার খেলার পাতায় হেডলাইন হয়— "ইস্টবেঙ্গল দল কর্তৃক লিগ বিজয়ের গৌরব অর্জন। ক্লাবের ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি সত্যি নতুন অধ্যায়ই বটে, সূর্য চক্রবর্তী, নর্সা সেন, লক্ষ্মীনারায়ণ, ননী গোঁসাইদের স্বপ্ন অবশেষে পূরণ করলেন সোমানা, সুনীল ঘোষরা।

১১ জুলাই মোহনবাগানকে পরাজিত করে লিগ চ্যাম্পিয়নের আখ্যা পেয়ে গেলেও লাল-হলুদের শেষ ম্যাচ বাকি ছিল ১৪ জুলাই, কালীঘাটের বিপক্ষে। সেই খেলাতেও ৩-২ গোলে জয়লাভ করে ইস্টবেঙ্গল।

হিসেব করলে দেখা যাবে, এই বছরের (২০২৪) জুলাই মাসে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রথম কলকাতা লিগজয়ের ৮২ বছর পূর্ণ হল। ৮২ বছর পূর্তিতে, ফিরে দেখা যাক ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রথম কলকাতা লিগজয়ের গৌরবময় ইতিহাসকে। চারের দশকের শুরুতেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রশাসনিক বিভাগে ধীরে ধীরে পরিবর্তন হতে শুরু করে। ১৯২৭-১৯৪১

সাল অবধি একটানা ১৪ বছর ক্লাবের সচিব থাকার পর, সচিব পদ থেকে সরে আসেন বনোয়ারিলাল রায়। তাঁর বদলে ১৯৪১ সালে সচিব হন হাইকোর্টের ব্যারিস্টার অমিয় কুমার বসু। তিনি ১৯৩৪ সালে আইএফএ-র লিগ কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। টিম নতুন করে গড়ার চিন্তাভাবনা শুরু হল। বনোয়ারিলাল বাবুর সাথে সাথেই ক্লাব থেকে বিদায় নিলেন চারজন প্রখ্যাত ফুটবলার। গোলকিপার কে. দত্ত, দুই হাফব্যাক অজিত নন্দী ও বেবি গুহ এবং ফরোয়ার্ড আবু গাঙ্গুলী, এই চারজন যোগ দিলেন ভবানীপুর ক্লাবে। এই চারজনের বিদায়ে দমে না গিয়ে, নতুন কর্মকর্তারা পুরোদমে দল তৈরির কাজ শুরু করে দিলেন। ততদিনে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সহ-সচিব পদে নির্বাচিত হয়ে গেছেন জ্যোতিষচন্দ্র গুহ।

তার সময়ে নতুন কর্মকর্তা রূপে যোগ দিলেন জ্ঞানশঙ্কর সেনগুপ্ত (কোষাধ্যক্ষ), মাখন গোঁসাই (কর্মকারক), সুধীর সেন (ফুটবল সেক্রেটারি), রমণী ঘোষ (গ্রাউন্ড সেক্রেটারি)। এ ছাড়াও ছিলেন অমিয়রঞ্জন দাশগুপ্ত, জিতু মুখার্জি, গিরীন ঘোষ দস্তিদার, কে ডি ব্যানার্জি, পরেশ দাশগুপ্ত ও প্রমুখ।

তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে কিছু নতুন খেলোয়াড় এলো দলে। গোলকিপার - নীহার মিত্র (মোহনবাগান), ব্যাক পরিতোষ চক্রবর্তী (কালীঘাট), হাফব্যাক নগেন রায়, ফরোয়ার্ড কৃষ্ণ রাও, ফটিক সিংহ (ভবানীপুর), অসীম ব্যানার্জি, রবি দে, সন্তোষ দত্ত।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সে সময় নিয়ম ছিল, প্রতি বছর নতুন একজন অধিনায়ক হিসেবে নির্বাচিত হত। বিগত বছরের সহ-অধিনায়ককেই পরবর্তী বছর অধিনায়ক হিসেবে নির্বাচিত করা হতো। ১৯৪২ সালেই এ প্রথা ভাঙা হয়। গত বছরের সহ-অধিনায়ক হিসেবে ১৯৪২ সালের অধিনায়ক হওয়ার কথা রাখাল মজুমদারের, কিন্তু অধিনায়ক হিসেবে নির্বাচিত হলেন সোমানা। এটা নিয়ে একটা বিতর্ক সৃষ্টির আগেই কর্মকর্তারা জানিয়ে দিলেন, গত বছরের সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার সুবাদে সোমানাকে নেতৃত্বের ভার দেওয়া হলো। সহ অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন সুনীল ঘোষ।

এ ছাড়া এই বছরই ইস্টবেঙ্গল দলে প্রথম ফিটনেস ট্রেনার নিযুক্ত করা হয়। প্রাক্তন ফুটবলার হারান সাহার পরামর্শে জগা শীলকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ফিটনেস ট্রেনার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।

১৯৪১ সালে ইস্টবেঙ্গলের দল যথেষ্ট ভালো ছিল, তা সত্ত্বেও ইস্টবেঙ্গলকে রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল। সে বছর লিগে মোহনবাগানকে দুটি ম্যাচেই পরাজিত করে ইস্টবেঙ্গল দল এবং মহামেডানের কাছে প্রথম পর্বের খেলায় পরাজিত হলেও, দ্বিতীয় পর্বের খেলায় ৩-২ গোলে লিগ চ্যাম্পিয়ন মহামেডানকে পরাজিত করে ইস্টবেঙ্গল দল।

খাতায় কলমে দেখলে, ইস্টবেঙ্গলের বিয়াল্লিশ সালের দলটি প্রথমে এমন আহামরি কিছু ছিল না। বিশেষ করে গোলকিপার ও হাফ ছিল বেশ দুর্বল। এই দুর্বলতাকে ঢাকা দিয়ে দিয়েছিল, ব্যাকে প্রমোদ দাশগুপ্ত, পরিতোষ চক্রবর্তী, রাখাল মজুমদার। এই ত্রয়ী ইস্টবেঙ্গল রক্ষণকে গড়ে তুলেছিল এক দুর্ভেদ্য দুর্গ এবং আক্রমণ ভাগে বলতেই হয় সোমানা ও সুনীল ঘোষের কথা। লিগে দলের মোট গোলের মধ্যে শতকরা ষাট শতাংশ গোল এই দুজন করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে একজনের কথা না বললেই নয়, তিনি হলেন ইস্টবেঙ্গল দলের প্রাক্তন ফুটবলার লক্ষ্মীনারায়ণ। তিনি নিজের হাতে তৈরি করে দিয়েছিলেন সুনীল ঘোষকে। সুনীল ঘোষ প্রথম জীবনে রাইট ইনে খেলতেন, কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণ তাকে রাইট ইনের পাশাপাশি লেফট ইনের জন্য তৈরি করে দেন। পরবর্তীতে সুনীল লেফট ইন পজিশনেই সুনামের সঙ্গে খেলেছেন। আর একজন খেলোয়াড়ের কথা না বললেই নয় তিনি হলেন পরিতোষ চক্রবর্তী। পরিতোষ চক্রবর্তী ১৯৪০ সাল অবধি মোহনবাগানে খেলেছেন। ১৯৪০ সালের আইএফএ শিল্ড ফাইনালে মোহনবাগান ১-৪ গোলে হেরে যায় এরিয়ানের কাছে। মোহনবাগান সমর্থকরা রটিয়ে দেন গোলরক্ষক কে দত্ত ও পরিতোষ চক্রবর্তী ঘুষ খেয়েছেন। সদস্য, সমর্থকদের অপমানের শিকার হয়ে যখন এই দুজন খেলোয়াড় খেলা ছেড়ে দেবেন বলে স্থির করছেন। ঠিক তখন কে দত্তকে ইস্টবেঙ্গল রীতিমতো সম্মান দিয়ে ক্লাবে নিয়ে আসে। কিন্তু আদ্যপ্রান্ত মোহনবাগান সমর্থক পরিতোষ চক্রবর্তী ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে প্রথমে খেলতে রাজি হননি, তিনি কালীঘাটে যোগ দেন ১৯৪১ সালে। এক মরশুমে কালীঘাটে খেলে তৃপ্তি না পাওয়ায়, অবশেষে তিনি ১৯৪২ সালে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দেন।

অবশেষে শুরু হল কলকাতা লিগ, প্রথম খেলা ৭ মে পুলিশের সাথে। প্রথম খেলাতেই সোমানা করলেন দুই গোল। খেলা শুরুর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সোমানা দুই গোল করে এগিয়ে দিলেন। প্রথম গোলটি তিনজন খেলোয়াড়কে কাটিয়ে জোরালো শটে, দ্বিতীয় গোলটি দুর্দান্ত ফ্রি কিকে। প্রথম ম্যাচে পরিষ্কার ২-০ গোলে জয়। এই একটা জয়ই বাড়িয়ে তোলে খেলোয়াড়দের মনে আত্মবিশ্বাস। পরপর খেলায় জয়লাভ করতে থাকে লাল হলুদ দল। স্পোর্টিং ইউনিয়ন, ডালহৌসি, ক্যালকাটাকে যথাক্রমে ৩-০, ৪-০, ৫-০ গোলে পরাজিত করে, লাল হলুদ দল প্রথম ধাক্কাটা খেল সপ্তম খেলায় মহামেডানের বিপক্ষে। মহামেডানের সঙ্গে খেলায় ১-২ গোলে হেরে গেল ইস্টবেঙ্গল। মহামেডানের হয়ে গোল করেন তাজ মহম্মদ ও নুর মহম্মদ। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে পেনাল্টির মাধ্যমে একটি গোল পরিশোধ করেন প্রমোদ দাশগুপ্ত।

পরের খেলাগুলোয় আবার জয়ের সরণিতে ফেরে দল।

দেখতে দেখতেই চলে আসে মরশুমের প্রথম খেলা মোহনবাগানের বিরুদ্ধে। ২ জুন, সোমানা ও অজয় বসুর গোলে মোহনবাগানকে ২-১ গোলে পরাজিত করে ইস্টবেঙ্গল দল। এর মধ্যেই ঘটে এক সংকট, দলের নির্ভরযোগ্য রাইট ইনসাইড ফুটবলার সুহাস চ্যাটার্জি চোট পেয়ে বসেন। কর্মকর্তাদের তো মাথায় হাত। এমন সময় হঠাৎই মুশকিল আসান হয়ে এসে হাজির হলেন আপ্পারাও। আপ্পারাওকে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন কর্মকর্তারা। ফরোয়ার্ড লাইনে সমস্যা মিটলো।

১৫ জুন, ইস্টবেঙ্গল বনাম ডালহৌসি ম্যাচে, ইস্টবেঙ্গলের হয়ে প্রথম মাঠে নামে বার্মার প্রখ্যাত ফুটবলার ফ্রেড পাগসলে। যদিও তিনি ১৯৪২ সালের কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে তেমন ভালো খেলতে পারেননি, খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য। সেই বছর কলকাতা লিগে তিনি কেবলমাত্র তিনটি ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে মাঠে নেমেছিলেন।

আবার একের পর একের ম্যাচজয়, লিগজয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছেন খেলোয়াড়, কর্মকর্তা, সদস্য-সমর্থকেরা।

এমন সময়ই ফিরতি লিগের খেলা মহামেডানের সাথে। ২৩ জুন, ক্যালকাটা মাঠে লোকে লোকারণ্য এই খেলা দেখবার জন্য, যুগান্তর সংবাদপত্র থেকে জানা যায় সেই দিনের ম্যাচে তখনকার সময়ে ১০৬০০/- টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছিল। গ্যালারিতে উত্তেজনা হলে কী হবে? খেলার ফলাফল হল গোলশূন্য ড্র। কোন দলই কোনও গোল করতে পারেনি। ইস্টবেঙ্গল তাও দুটি গোলের সুযোগ পেয়েছিল কিন্তু তা নষ্ট

করেন বার্মার প্রখ্যাত খেলোয়াড় পাগসলে। গোটা ম্যাচে অসাধারণ খেলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত। চোটের জন্য সোমানার সেই ম্যাচ না খেলাটাই কাল হল ইস্টবেঙ্গলের জন্য, সোমানা থাকলে সেই ম্যাচ অন্তত দুই শূন্য গোলে জিতে ফিরতো লাল-হলুদ দল। সোমানা আবার ফিরলেন গোলও করলেন, ইস্টবেঙ্গলও জিততে থাকলো। লিগ টেবিলে এক নম্বর জায়গাটা ইস্টবেঙ্গলের দখলেই রইল।

সামনে এবার লিগের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ মোহনবাগানের বিরুদ্ধে। এই ম্যাচে জয়লাভ করলেই এক ম্যাচ বাকি থাকতেই প্রথম বারের জন্য চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে ইস্টবেঙ্গল দল। ১১ জুন, সোমানার গোলে মোহনবাগানকে পরাজিত করতেই, উৎসব শুরু হয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়, কর্মকর্তা, সদস্য-সমর্থকদের। নিয়মরক্ষার শেষ ম্যাচ বাকি থাকে শুধু কালীঘাটের সাথে। সেই খেলাতেও জয়লাভ করে ইস্টবেঙ্গল।

এইভাবেই কর্মকর্তা ও খেলোয়াড়দের মিলিত প্রচেষ্টায়, খাতায় কলমে দুর্বল হয়েও ইস্টবেঙ্গল লাভ করে কলকাতা লিগে প্রথম শিরোপার খেতাব।

১৯৪২ সালের কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গল দলের হয়ে যে যে খেলোয়াড়রা খেলেছিলেন।

তাঁরা হলেন : গোলে— নীহার মিত্র, অমিতাভ মুখার্জি। ডিফেন্সে— প্রমোদ দাশগুপ্ত, পরিতোষ চক্রবর্তী, রাখাল মজুমদার। মিডফিল্ডে— খগেন সেন, আমিন, গিয়াসুদ্দিন, নগেন রায়। ফরোয়ার্ডে— কৃষ্ণা রাও, আপ্পা রাও, সোমানা (অধিনায়ক), সুনীল ঘোষ, সুশীল চ্যাটার্জি, সুহাস চ্যাটার্জি, ফটিক সিংহ, রবি দে, সন্তোষ দত্ত, টবি বসু, অজয় বসু, দুলাল, পাগসলে।

১৯৪২ সালে প্রথম কলকাতা লিগ জয়ী ইস্টবেঙ্গল দলের পরিসংখ্যান— মোট ম্যাচ সংখ্যা - ২৪, মোট পয়েন্ট সংগ্রহ - ৪৩, জয়-২০, পরাজয় - ১, ড্র - ৩, পক্ষে গোল - ৬৪, বিপক্ষে গোল - ৯, ক্লিনশিট - ১৮, ম্যাচ প্রতি পক্ষে গোল - ২.৪৪, ম্যাচ প্রতি বিপক্ষে গোল - ০.৩৭।

ইস্টবেঙ্গলের গোলদাতারা— সোমানা - ২৬টি গোল, সুনীল ঘোষ - ১৬টি গোল, আপ্পা রাও - ৫টি গোল, সুহাস চ্যাটার্জি - ৪টি গোল, টবি বসু - ৩টি গোল, অজয় বসু - ২টি গোল, প্রমোদ দাশগুপ্ত - ২টি গোল, সন্তোষ দত্ত - ২টি গোল, কৃষ্ণা রাও - ২টি গোল, রবি দে - ১টি গোল, আমিন - ১টি গোল।

১৯৪২ সালে কলকাতা লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছিলেন সোমানা (২৬টি গোল), এটি ছিল তার পরপর দু-বছর কলকাতা লীগের সর্বোচ্চ গোলদাতার খেতাব। ১৯৪১ সালের কলকাতা লিগের ও সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছিলেন তিনি (২৪টি গোল)। ইস্টবেঙ্গল দলের হয়ে ১৯৪২ সালের কলকাতা লীগে সব থেকে বেশি অ্যাসিস্ট করেছিলেন আপ্পা রাও (৮টি), এর ঠিক পরেই রয়েছে সোমানা (৭টি) ও কৃষ্ণা রাও (৬টি)।

১৯৪২ কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গল সর্বমোট তিনটি পেনাল্টি নিয়োগের পক্ষে পেয়েছিল। প্রথম পর্বের খেলায় স্পোর্টিং ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পেনাল্টিতে গোল করেন সোমানা এবং প্রথম পর্বের খেলাতেই মহামেডান স্পোর্টিং ও এরিয়ানের বিরুদ্ধে পেনাল্টিতে গোল করেন প্রমোদ দাশগুপ্ত। পুরো প্রতিযোগিতায় ইস্টবেঙ্গল দলের হয়ে একমাত্র ফ্রি কিকে সরাসরি গোল করেন সোমানা, পুলিশের বিরুদ্ধে প্রথম খেলায়। পুরো প্রতিযোগিতায় একমাত্র ফুটবলার হিসেবে কর্ণার কিক থেকে সরাসরি গোল করেন ইস্টবেঙ্গলের এস. চ্যাটার্জি, ফিরতি লিগে স্পোর্টিং ইউনিয়নের বিরুদ্ধে।

ফিরতি খেলায় কাস্টমসের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল জয়লাভ করে ৫-০ গোলে। দলের পাঁচজন ফরোয়ার্ডই এই ম্যাচে একটি করে গোল করেছিলেন। এটি একটি অভিনব রেকর্ড।

পুরো প্রতিযোগিতায় প্রত্যেকটি খেলায় ইস্টবেঙ্গলের হয়ে মাঠে নেমেছিলেন আমিন, তিনি ১৯৪২ কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ২৪টি খেলাতেই মাঠে খেলতে নেমেছিলেন।

১৯৪২ কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিটি খেলার ফলাফল ও গোলদাতাদের নাম—

১. ০৭/০৫/১৯৪২ ইস্টবেঙ্গল (২) বনাম পুলিশ (০) (সোমানা - দুই গোল)।

২. ০৯/০৫/১৯৪২ ইস্টবেঙ্গল (৩) বনাম স্পোর্টিং ইউনিয়ন (০) (সোমানা - দুই গোল, রবি দে)।

৩. ১১/০৫/১৯৪২ ইস্টবেঙ্গল (২) বনাম রেঞ্জার্স (১) (সোমানা, সুনীল ঘোষ)।

৪. ১৩/০৫/১৯৪২ ইস্টবেঙ্গল (৪) বনাম ডালহৌসি (০) (অজয় বসু, সুনীল ঘোষ, টবি বসু, সোমানা)।

৫. ১৬/০৫/১৯৪২ ইস্টবেঙ্গল (৫) বনাম কলকাতা (০) (টবি বসু— দুই গোল, সোমানা— দুই গোল, সুনীল ঘোষ)।

৬. ২১/০৫/১৯৪২ ইস্টবেঙ্গল (১) বনাম কালীঘাট (০) (সুনীল ঘোষ)।

৭. ২৩/০৫/১৯৪২ ইস্টবেঙ্গল (১) বনাম মহামেডান স্পোর্টিং (২) (প্রমোদ দাশগুপ্ত)।

৮. ২৫/০৫/১৯৪২ ইস্টবেঙ্গল (৩) বনাম বি. অ্যান্ড এ. রেলওয়ে (১) (সন্তোষ দত্ত, সোমানা, সুনীল ঘোষ)।

৯. ২৭/০৫/১৯৪২ ইস্টবেঙ্গল (৩) বনাম কাস্টমস (০) (অজয় বসু, সুনীল ঘোষ— দুই গোল)।

১০. ৩০/০৫/১৯৪২ ইস্টবেঙ্গল (৩) বনাম এরিয়ান (০) (প্রমোদ দাশগুপ্ত, এস. চ্যাটার্জি, সুনীল ঘোষ)।

১১. ০২/০৬/১৯৪২ ইস্টবেঙ্গল (২) বনাম মোহনবাগান (১) (সুনীল ঘোষ, সোমানা)।

১২. ০৫/০৬/১৯৪২ ইস্টবেঙ্গল (১) বনাম ভবানীপুর (০) (সুনীল ঘোষ)।

১৩. ০৯/০৬/১৯৪২ ইস্টবেঙ্গল (৬) বনাম ক্যালকাটা (০) (সোমানা— তিন গোল, সুনীল ঘোষ— দুই গোল, কৃষ্ণা রাও)।

১৪. ১৫/০৬/১৯৪২ ইস্টবেঙ্গল (৫) বনাম ডালহৌসি (০) (সোমানা— দুই গোল, সুনীল ঘোষ, দুই গোল আপ্পা রাও)।

১৫. ১৭/০৬/১৯৪২ ইস্টবেঙ্গল (২) বনাম বি. অ্যান্ড এ. রেলওয়ে (২) (সন্তোষ দত্ত, সুনীল ঘোষ)।

১৬. ১৯/০৬/১৯৪২ ইস্টবেঙ্গল (৫) বনাম রেঞ্জার্স (০) (সোমানা— চার গোল, আপ্পা রাও)।

১৭. ২৩/০৬/১৯৪২ ইস্টবেঙ্গল (০) বনাম মহামেডান (০)।

১৮. ২৬/০৬/১৯৪২ ইস্টবেঙ্গল (১) বনাম ভবানীপুর (০) (আপ্পা রাও)।

১৯. ২৯/০৬/১৯৪২ ইস্টবেঙ্গল (০) বনাম পুলিশ (০)।

২০. ০১/০৭/১৯৪২ ইস্টবেঙ্গল (২) বনাম স্পোর্টিং ইউনিয়ন (০) (এস. চ্যাটার্জি, সোমানা)।

২১. ০৩/০৭/১৯৪২ ইস্টবেঙ্গল (৫) বনাম কাস্টমস্ (০) (সুনীল ঘোষ, আপ্পা রাও, কৃষ্ণা রাও, এস. চ্যাটার্জি, সোমানা)।

২২. ০৭/০৭/১৯৪২ ইস্টবেঙ্গল (৪) বনাম এরিয়ান (০) (সোমানা— তিন গোল, আমিন)।

২৩. ১১/০৭/১৯৪২ ইস্টবেঙ্গল (১) বনাম মোহনবাগান (০) (সোমানা)।

২৪. ১৪/০৭/১৯৪২ ইস্টবেঙ্গল (৩) বনাম কালীঘাট (২) (আপ্পা রাও, এস. চ্যাটার্জি, সোমানা)।

লাল-হলুদ সমর্থকদের আবেগের বিচ্ছুরণে কালকা মেলের গতিরুদ্ধ

পারিজাত মৈত্র, যুগ্ম সম্পাদক, ইস্টবেঙ্গল সমাচার

রাষ্ট্রপতি জাকির হোসনের সাথে ১৯৬৭ সালের ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল টিম।

সালটা ১৯৬৭। কলকাতা ফুটবল লিগে অসম্ভব ভালো খেলেও মাত্র ২ পয়েন্টের জন্য রানার্স, সেখানে চ্যাম্পিয়ন হয় মহামেডান স্পোর্টিং। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব লিগের ২৮টি ম্যাচে ২১টি জয়, ৫টি ড্র আর ২টি ম্যাচে হার। গোল করে ৪২টি আর গোল হজম করে ৯টি। সর্বোচ্চ গোলদাতা একসাথে তিন জন (৮টি করে গোল)— কে. বি. শর্মা, অসীম মৌলিক এবং পরিমল দে।

আই.এফ.এ. শিল্ডের খেলায় তৃতীয় রাউন্ড, কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল জিতে ফাইনালে মোহনবাগানের মুখোমুখি। ফাইনাল ম্যাচে গোলশূন্যভাবে শেষ হয়। নিয়ম অনুযায়ী তার রিপ্লে হওয়ার কথা কিন্তু দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে যায় তার রিপ্লে হয় না— এমনকি নিয়ম অনুযায়ী যুগ্ম চ্যাম্পিয়নও ঘোষণা করা হয় না। শিল্ড ফাইনাল অসম্পূর্ণই থেকে যায়। যাই হোক, শিল্ডে ইস্টবেঙ্গলের ৪টি ম্যাচে ৩টি জয়, ১টি ড্র। কোনো গোল হজম না করে ১১টি গোল করে ইস্টবেঙ্গল। সর্বোচ্চ গোলদাতা হলেন মহম্মদ হাবিব। তিনি করেন ৪টি গোল।

এর পরে টিম যায় মুম্বইতে রোভার্স কাপ খেলতে। সেখানে তৃতীয় রাউন্ড, কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল জিতে ফাইনালের বি. এন. আর.-এর মুখোমুখি। এর মধ্যে সেমিফাইনালে অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশের সাথে প্রথম ম্যাচে গোলশূন্য থাকার পর রিপ্লে ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল ১-০ গোলে জয় পায়। ফাইনালে বি.এন.আর.-কে মহম্মদ হাবিবের করা একমাত্র গোলে হারিয়ে ইস্টবেঙ্গল ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন হয়। ডুরান্ডে ৬টি ম্যাচে ৫টি জয়, ১টি ড্র। ১টি গোল হজম করে। ১টি গোল হজম করে ইস্টবেঙ্গল। টুর্নামেন্টে ৬টি ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল গোল করে ৮টি। সর্বোচ্চ গোলদাতা হলেন পরিমল দে। তিনি করেন ৪টি গোল।

ভারতের প্রথম শ্রেণীর ৩টি টুর্নামেন্টের মধ্যে ২টি তে চ্যাম্পিয়ন, শিল্ডেও রিপ্লে ফাইনালের অপেক্ষায়, টিমের খেলোয়াড়, প্রশিক্ষক থেকে শুরু করে কর্মকর্তা, সভ্য সমর্থকরা স্বাভাবিকভাবেই উল্লসিত। তাই টিম দিল্লি থেকে ফিরতে অভিনন্দন জানাতে হাওড়া স্টেশনে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। ইস্টবেঙ্গল টিম দিল্লি থেকে হাওড়া ফিরছে কালকা মেলে। নিয়মানুযায়ী কালকা মেল বর্ধমান থেকে সরাসরি হাওড়া এসে থামে। কিন্তু সভ্য সমর্থকদের অভিনন্দনের জোয়ারে বর্ধমানের পর মাঝে মধ্যেই ট্রেনের গতিরুদ্ধ হয়। এ রকম স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের বিচ্ছুরণ লাল-হলুদ সমর্থকদের পক্ষেই সম্ভব। নির্ধারিত সময়ের ২ ঘণ্টা পরে ট্রেন হাওড়া পৌঁছলে ট্রফিগুলো যায় সমর্থকদের হাতে। হাজার হাজার সমর্থকদের অভিনন্দনের জোয়ারে খেলোয়াড়েরা কোনোক্রমে প্লাটফর্মের বিপরীত দিক দিয়ে স্টেশনের বাইরে আসতে সক্ষম হন। প্রশান্ত সিনহার অধিনায়কত্বে ১৯৬৭ সাল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ইতিহাসে আরো একটি আলোকোজ্জ্বল বছর।

নবরূপে রায়গঞ্জের ঐতিহ্যশালী টাউন ক্লাবের মাঠ

সমাচার প্রতিবেদন : রায়গঞ্জে ঐতিহ্যশালী টাউন ক্লাবের মাঠটি আন্তর্জাতিক মানের মেক্সিকো ১ অঙ্কের ঘাস দিয়ে নতুনভাবে তৈরি করা হয়। গত ১০ নভেম্বর নবরূপে উদ্বোধন হল ঐতিহ্যশালী টাউন ক্লাবের মাঠটি। গত বছর এই মাঠেই ৯০তম কুলদাকান্ত মেমোরিয়াল শিল্ড টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল। চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব।

নতুনভাবে সজ্জিত রায়গঞ্জের টাউন ক্লাবের মাঠ।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে এসে শতবর্ষের জার্সি নিলেন ব্যারেটো

সমাচার প্রতিবেদন : শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা। পড়শি পাড়া ক্লাবের ভরসা ছিলেন জোস র‍্যামিরেজ ব্যারেটো। ফুটবল জীবনে একাধিকবার শতাব্দী প্রাচীন ইস্টবেঙ্গল জার্সি গায়ে খেলার প্রস্তাব ব্যারেটোকে দিয়েছিলেন লাল-হলুদ কর্তারা। বারবার ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কর্তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা ব্যারেটো। ফুটবলার হিসেবে লাল-হলুদ জার্সি গায়ে না খেললেও বেশ কয়েকবার ইস্টবেঙ্গল তাঁবু ঘুরে গিয়েছেন পড়শি পাড়া ক্লাবের ঘরের ছেলে ব্যারেটো। ৬ নভেম্বর ২০২৪ বুধবার সন্ধ্যায় হঠাৎই ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে হাজির হলেন ব্যারেটো। ইস্টবেঙ্গল

ক্লাব তাঁবুতে শতবর্ষের লাল-হলুদ জার্সি র‍্যামিরেজ ব্যারেটোর হাতে তুলে দিচ্ছেন ইস্টবেঙ্গল কার্যকরি কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকার, দীপঙ্কর চক্রবর্তী।

ক্লাবের কার্যকরী কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকারের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করেন প্রাক্তন ব্রাজিলিয়ান তারকা পড়শি পাড়া ক্লাবের ফুটবলার ব্যারেটো। তবে এবারই প্রথম নয়, এর আগে তিনবার তিনি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে পা রেখেছিলেন। পড়শি পাড়া ক্লাবের ঘরের ছেলে ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে পা রাখতেই লাল-হলুদ সমর্থকদের মধ্যে একটা ফিসফাস আলোচনা শুরু হয়ে যায়। তাদের আলোচনার বিষয় হল ব্যারেটো কেন ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে? শেষপর্যন্ত ব্যারেটোর ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে আসার রহস্য ফাঁস হল ঘণ্টা খানেক পরে। আসলে ব্যারেটো এসেছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইস্টবেঙ্গল খেলে যাওয়া ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার গিলমার দা সিলভার জন্য লাল-হলুদ জার্সি নিতে। ব্যারেটোর হাতে গিলমারের জন্য লাল-হলুদ জার্সি তুলে দেন ক্লাবের কার্যকরী কমিটির অন্যতম সদস্য দেবব্রত সরকার। শুধু গিলমারের জন্য নয়, ব্যারেটোর হাতেও শতবর্ষের লাল-হলুদ জার্সি তুলে দেন দেবব্রত সরকার। লাল-হলুদ জার্সি হাতে পেয়ে বেশ খুশি গঙ্গাপাড়ের ক্লাবের ভরসা প্রাক্তন ফুটবলার ব্যারেটো। অন্যতম কর্তা দেবব্রত সরকারের সঙ্গে ব্যারেটো ঘুরে দেখলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের গ্রন্থাগার এবং সংগ্রহশালা। সংগ্রহশালা দেখে আপ্লুত হয়ে পড়লেন ব্যারেটো। সংগ্রহশালায় আশিয়ান কাপের সামনে বেশ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন পড়শি পাড়া ক্লাবের প্রাক্তন ফুটবলার। মুগ্ধ হয়ে দেখলেন প্রয়াত প্রদীপ কুমার (পিকে) বন্দ্যোপাধ্যায় ও আশিয়ান কাপ জয়ী ইস্টবেঙ্গল কোচ সুভাষ ভৌমিকের ছবি।

আমেদ খান, আপ্পা রাও, পি ভেঙ্কটেশ, পি ভি সালে, কে পি ধনরাজের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে ইস্টবেঙ্গলের 'পঞ্চপাণ্ডবের সোনালি ইতিহাস মন দিয়ে শুনতে শুনতে নিজের মনেই বলে উঠলেন, অনবদ্য। যে কোনও ক্লাবের সম্পদ ফুটবলাররাই। সত্যি, ইস্টবেঙ্গলের সংগ্রহশালা

ইস্টবেঙ্গল মিউজিয়ামে ব্যারেটো আশিয়ান কাপ জয়ের গল্প শুনছেন কার্যকরি কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকারের কাছে।

গর্ব করার মতোই। হাতে নিয়ে দেখলেন শতাব্দী প্রাচীন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রথম জার্সিও।

সংগ্রহশালার এক জায়গায় সবুজ মাঠে গোলপোস্টের জাল ছিঁড়ে বল বেরিয়ে যাওয়ার শিল্পকলা দেখে থমকে গেলেন ব্যারেটো। প্রশ্ন করলেন এই ধরনের শিল্পকলা সংগ্রহশালায় রাখার কারণ কী? ব্যারেটোকে বলা হল ১৯৭৫ সালে ইডেনে আয়োজিত আইএফএ শিল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের কাছে ০-৫ গোলে মোহনবাগানের হারের কাহিনি। যা শুনে একটু নীরব হয়ে গেলেন ব্যারেটো। আসলে প্রায় ৪৯ বছর আগে প্রিয় দল পড়শি পাড়া ক্লাব ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কাছে ৫-০ গোলে হারটা মেনে নিতে পারছেন না। কারণটা আর কিছুই নয়, সবুজ তোতার হৃদয় জুড়ে যে শুধুই পড়শি পাড়া ক্লাব। ইস্টবেঙ্গলে খেলে যাওয়া ব্রাজিলিয়ান তারকা ফুটবলার প্রয়াত ক্রিশ্চিয়ানো জুনিয়ারের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে চোখটা চিকচিক করে উঠল পড়শি পাড়া ক্লাবের প্রাক্তন ফুটবলারটির। লাল-হলুদ জার্সি গায়ে খেলে যাওয়া বাইচুং ভুটিয়া, বিজেন সিং, সুনীল ছেত্রীর ছবি সংগ্রহশালায় দেখে বেশ খুশি ব্যারেটো। ইস্টবেঙ্গলে কখনও না খেলার জন্য আক্ষেপ রয়েছে? হাসি মুখে ব্যারেটোর স্পষ্ট উত্তর, হয়তো। তবে এটাও ঠিক সব ইচ্ছে তো সব সময় পূরণ হয় না। প্রায় ঘণ্টাখানেক ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে কাটিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ব্যারেটোর মুখে ছিল খুশির ঝিলিক।

ক্লাবের একশো বছরের সেরা ডিফেন্ডার এখনও ইস্টবেঙ্গল নিয়েই বেঁচে থাকতে চান

সুদীপ্ত ভট্টাচার্য, ক্রীড়া সাংবাদিক

মধ্য হাওড়ার অন্যতম ব্যস্ত শহর শিবপুর। এই শিবপুরেই নিজের বাড়ি ১৯৬২ সালে এশিয়ান গেমসের সোনাজয়ী ভারতীয় ফুটবল দলের অন্যতম সদস্য অরুণ ঘোষের। শিবপুর মোড়ে এসে যে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই একেবারে পৌঁছে যাবেন জাতীয় দলের প্রাক্তন এই ফুটবলারের বাড়িতে।

সেইমতো পৌঁছে গিয়েছিলাম অরুণদার বাড়িতে। ৬২-র সোনার ছেলে আজ যেন অতীতের ছায়া। কিছুই যে তাঁর মনে নেই। ভেবেছিলাম সেই সময় ভারতীয় ফুটবলের স্বর্ণযুগের পাশাপাশি কত অজানা গল্প শুনে আসব তাঁর মুখ থেকে। না, সেই আশা আর পূর্ণ হল না। অরুণদার যে এখন আর কিছুই মনে নেই।

কিন্তু এমন তো হওয়ার কথা ছিল না তাঁর, যে মানুষটা ২০১৮-১৯ সালেও ব্যস্ত শহর হাওড়া শহরের পাশাপাশি কলকাতা, জামশেদপুর এমনকি ওড়িশাতেও গাড়ি চালিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। সেই মানুষটা এখন ঘরের চার দেওয়ালে বন্দি। ভাবা যায়! হ্যাঁ, এটাই বাস্তব। এই প্রসঙ্গে অরুণ ঘোষের কন্যা জানান, কোভিডের সময় থেকে লকডাউনে দীর্ঘ সময় ঘরে বন্দি থাকতে থাকতেই বাড়িতে আচমকাই পড়ে যাওয়া এবং দু'দুবার ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে বাবার শরীরটা ভীষণ খারাপ হয়ে পড়ে। তারপর থেকেই বাবা আর কিছু মনে রাখতে পারেন না এবং সবশেষে আছে তাঁর অভিন্নহৃদয় তিন বন্ধুর অকাল প্রয়াণ। তবে ভারতীয় ফুটবলের ব্রহ্মা, বিষ্ণুর মৃত্যুর খবর জানলেও, মহেশ্বরের মৃত্যুর খবর এখনও তিনি জানেন না। কেননা বাকি দু'জন প্রদীপ (পিকে) বন্দ্যোপাধ্যায় ও চুনী গোস্বামীর থেকেও তুলসীদাস বলরামের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যে ছিল আরও গভীর।

অরুণ ঘোষ ছিলেন ভারতীয় ফুটবলের সোনার অধ্যায়ের অন্যতম সেনানী। ১৯৬২ সালের জাকার্তা এশিয়াডে ভারত যে সোনার পদক জয় করেছিল সেই দলের রক্ষণভাগে প্রয়াত জার্নেল সিংয়ের সঙ্গে বুক চিতিয়ে দুর্গ সামলেছিলেন তিনি। পাশাপাশি সেই সময় জাতীয় দলের কোচ প্রয়াত রহিম সাহেবেরও অন্যতম প্রিয় ছাত্র ছিলেন তিনি। সেইসব সোনালি অতীতের কিছু স্মৃতি তাঁর বাড়ির দেওয়ালে টাঙানো ছবি দেখেই সাধ মেটাতে হল। নিজের খেলার এইসব ছবি দেখে এখনও নস্টালজিক হয়ে পড়েন আশি পার করা একদা ময়দানের ডাকাবুকো এই ফুটবলারটি। অরুণ ঘোষ জাতীয় দলের পাশাপাশি ক্লাব ফুটবলেও ছিলেন সমান জনপ্রিয়। ময়দানে দুই প্রধানের জার্সি গায়ে বহু স্মরণীয় ম্যাচ খেলেছেন তিনি। পড়শি ক্লাব থেকে তাঁর লাল-হলুদ শিবিরে নাম লেখানোর ইতিহাসও ছিল বেশ চমকপ্রদ। ১৯৬০ সাল। পড়শি পাড়া ক্লাব থেকে তাঁকে ইস্টবেঙ্গলে নিয়ে এলেন লাল-হলুদ কর্তারা। অরুণ ঘোষ ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়েছেন শুনেই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো স্তম্ভিত হয়ে যান পড়শি পাড়ার ক্লাবের কর্তারা। বাধ্য হয়ে ওই ক্লাবের সমর্থকরা বসুশ্রী সিনেমা পর্যন্ত ঘেরাও করেছিলেন। শোনা যায় সেই ঘেরাও-এ অংশ নিয়েছিলেন প্রয়াত শৈলেন মান্নাও। কিন্তু অরুণ ঘোষকে তাঁরা আর নিয়ে যেতে পারেননি। এরপর তো বাকিটা ইতিহাস।

বেশ কয়েক বছর লাল-হলুদ জার্সি গায়ে দিয়ে সুনামের সঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন টুর্নামেন্ট এবং কলকাতা লিগে খেলেছেন অরুণ ঘোষ। তারপর বিএনআর রেলে কর্মসূত্রের কারণে তাঁকে ফিরে যেতে হয়েছিল ওই রেল দলে। বেশ কয়েক বছর সেখানে কাটিয়ে ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছিলেন তিনি। তা বলে ফুটবল থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নেননি। শুরু হয় তাঁর ফুটবল কোচিং অধ্যায়। তাঁর প্রিয় ইস্টবেঙ্গল দলের কোচের দায়িত্বে তিনি আসীন হয়েছিলেন ১৯৭৯ সালে। তবে ফুটবলার হিসেবে ইস্টবেঙ্গলে যতটা সফল হয়েছিলেন কোচ হিসেবে তিনি ততটা সফল হতে পারেননি। তাই এখনও সেই কথা শোনা মাত্র ছলছল করে ওঠে তাঁর দু'চোখ। কেননা এই ক্লাবের লাল-হলুদ জার্সি, ক্লাবের মাঠে কত স্মরণীয় ম্যাচ উপহার দিয়েছেন অরুণ ঘোষ। সে কারণে ইস্টবেঙ্গল যে তাঁর মনের মণিকোঠায় থাকবে চিরকাল।

একদিন না একদিন সবাইকেই নিজের জায়গা ছেড়ে দিতে হয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। অরুণ ঘোষও তাঁর ব্যতিক্রম নন। তবে ফুটবলকে পুরোপুরি বিদায় জানাতে পারেননি তিনিও। পারবেনই বা কিভাবে? যাঁকে নিয়ে তাঁর এত স্বপ্ন, এত পরিচয় তাঁকে কি সহজে ছেড়ে থাকা যায়? তাই ফুটবলার তৈরির কাজে নেমে পড়েছিলেন। ভারতীয় ফুটবলকে উপহার দিয়েছিলেন একঝাঁক তারকা। প্রয়াত সুদীপ চট্টোপাধ্যায়কে হাওড়ার সহযাত্রী ক্লাব থেকে তুলে এনেছিলেন তিনিই।

আজ সেই প্রাক্তন ফুটবলার বয়সের ভারে নতজানু। বাড়ির লোকেরাই তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। তবু কারও ওপর কোনও রাগ বা অভিমান নেই কিংবদন্তি ফুটবলারের। আর ফুটবল মাঠের শত যুদ্ধের সেনানী যে আজ শুধুই নীরব দর্শক। চেয়ে থাকেন আপন মনে। হয়তো মনের কোণে ফিরে আসা হারানো সেই স্মৃতিগুলির মাঝে মাঝে উঁকি মেরে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় ফেলে আসা সোনালি দিনগুলিতে। বিশেষ করে লাল-হলুদ জার্সি গায়ে খেলার পাশাপাশি ৬২'র জাকার্তা এশিয়ান গেমসের কথা। এমনকি ১৯৬০ সালে তাঁর ইস্টবেঙ্গলে সই করা নিয়ে যে রকম উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল সেকথাও আর মনে করতে পারছেন না চাকরির জন্য ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে যাওয়া অরুণ ঘোষ। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের একশো বছরের ইতিহাসে সেরা ডিফেন্ডারের পুরস্কার পেয়েছেন অরুণ ঘোষ। সেই স্মৃতি নিয়ে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে চান তিনি। লাল-হলুদ জার্সি গায়ে খেলার কথা ভুলবেন বা কি করে? ইস্টবেঙ্গল যে তাঁর হৃদ মাঝারে।

অজাত শত্রু বলরাম নীরবে সরে দাঁড়ালেন

কর্মজীবন থেকে সরে দাঁড়ানোর পর ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁবুতে বলরাম সাহাকে সংবর্ধিত করছেন ক্লাব সভাপতি মুরারীলাল লোহিয়া, সহ-সভাপতি কল্যাণ মজুমদার, সচিব রূপক সাহা।

সমাচার প্রতিবেদন : পোশাকি নাম বলরাম সাহা। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সকলের প্রিয় বলাইদা। ওপার বাংলার ঢাকার মানুষ ছিলেন তিনি। এপার বাংলায় পা রেখে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। পাশাপাশি খুব ছোটবেলা থেকেই বাঙাল ছেলে বলাইবাবু ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অন্ধ সমর্থক। তাই ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখার পাশাপাশি প্রিয় ক্লাবের জন্য জান কবুল। কাজ করার জন্য তাঁর মন পাগলপারা হয়ে ওঠে। ওপার বাংলা থেকে কলকাতায় পা রাখার পর থেকেই তাঁর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের যাতায়াত শুরু। প্রিয় ক্লাবের খেলা দেখার স্বপ্নপূরণ হলেও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কোনও কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে তাঁর মন ছটফট করতে লাগলো। তাঁর উদ্দেশ্যে ছিল রথদেখা এবং কলাবেচা। অর্থাৎ কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রিয় ক্লাবের খেলা নিয়মিত দেখা। মন ছটফট করলেও ওইটুকু ছেলেকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে কাজ দেবেন কে? তখন হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলরামবাবু (বলাই)। এরই মধ্যে একটি বিজ্ঞাপন তাঁর নজরে পড়ল। বিজ্ঞাপনটি হল— ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে কাজ করার জন্য একজন তরুণকে প্রয়োজন। বিজ্ঞাপনটি দেখে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ছাত্রটি চারদিকে খোঁজখবর নিতে লাগলেন। খোঁজখবর নিলে কি হবে কোনও সুরাহার সন্ধান পাচ্ছেন না বলরামবাবু। ৬১ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সচিব ছিলেন জ্ঞান শঙ্কর সেনগুপ্ত। আর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন চাঁদ মোহন সাহা। খোঁজখবর নিয়ে তিনি জানতে পারলেন মায়ের দিক থেকে কোষাধ্যক্ষ চাঁদ মোহন সাহা ছিলেন আত্মীয়। তাই ঠাকুমার কাছে ছোট্ট বলাই বাবু বায়না ধরলেন চাঁদ মোহন সাহাকে ধরে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে চাকরি করে দেওয়ার জন্য। এরপর চাঁদ মোহন সাহার সুপারিশে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের চাকরি পেলেন বলাইবাবু। ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে চাকরির সুবাদে তাঁর প্রথম পা রাখা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে। তখন কাজের সময় ছিল বিকেল ৫-৩০ মিনিট থেকে সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট পর্যন্ত। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে কাজ পেয়ে বেজায় খুশি সদ্য যুবক বলরাম বাবু। ৬৩ বছর আগেকার সেই মধুর স্মৃতি আজও তাঁর মনের মণিকোঠায় জায়গা করে রেখেছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে চাকরি জীবনের প্রথম দিনটি সম্পর্কে বলরামবাবু (বলাই) বলেন, ক্লাব তাঁবুতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে একটা শিহরন জেগে উঠল। পাশাপাশি নিজেকে খুব গর্বিত মনে হল। তখন সব কাজ ম্যানুয়েলে করতে হতো। আমার ওপর প্রধানত দায়িত্ব ছিল সদস্য কার্ড রিনিউ করার। আবার কখনও ক্যাশ কাউন্টারে বসতাম শঙ্কর মুখার্জীর সঙ্গে। সেই সময় সদস্য সংখ্যা ছিল তিন হাজার। আর এখন প্রায় দশ হাজার সদস্য। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে কর্মরত অবস্থায় ৬৩ সালে চাকরি পেলাম বৃটিশ কোম্পানি জিইসি ন্যাশনাল কোম্পানিতে। মেটিয়াবুরুজে সেই বৃটিশ কোম্পানিতে ডিউটি হল সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। একদিকে নিজের ভবিষ্যৎ অন্যদিকে প্রিয় ক্লাবের চাকরি ছেড়ে দেওয়া। মহাসঙ্কটে পড়লেন বলরামবাবু (বলাই)। তখন ক্লাব সচিব ছিলেন জ্যোতিষচন্দ্র গুহ। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে তখন তাঁর প্রবল দাপট। প্রবল ব্যক্তিত্ব মানুষটিকে কি করে বলবেন প্রিয় ক্লাবের চাকরি ছেড়ে যাওয়ার কথা। শেষ পর্যন্ত ভয়ে ভয়ে জ্যোতিষবাবুকে চাকরি ছাড়ার কথা বলতেই ধমক দিয়ে উঠলেন। তারপর জ্যোতিষ গুহ বললেন, একটু দেরি করে এলে কিছু হবে না। জ্যোতিষবাবুর কথা শুনে প্রাণ পেলেন বলরাম বাবু। আনন্দে নেচে উঠল তাঁর মন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে ৬৩ বছরের কর্মজীবনে নয় নয় করে ১৪ জন সচিবের সান্নিধ্য পেয়েছেন তিনি। ১৪ জন সচিবের মধ্যে কে এগিয়ে তা বলতে নারাজ তিনি। তাঁর পরিষ্কার বক্তব্য, ১৪ জন সচিবই ছিলেন আমার খুব প্রিয়। বৃটিশ কোম্পানির চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর সচিব দীপক দাস (পল্টু) বলেছিলেন, বলাই বাবু এবার ফুলটাইম কাজ করুন। আর বলেছিলেন, শিরদাড়া সোজা করে চলবেন। পল্টু বাবুর কথা আজও মনে পড়ে তাঁর। পাশাপাশি শঙ্কর বাবা, ভগবান মালি বিদায় নিয়েছেন বেশ কয়েক বছর আগে। এই তো গত বছর ৯ নভেম্বর চলে গেল তরতাজা বাহাদুর। আজও এদের কথা বারবার মনে পড়ে। অজয় বসু, পুষ্পেন সরকার, কমল ভট্টাচার্যের ধারাবিবরণী শোনার পাশাপাশি খেলা দেখেছেন আমেদ খান, কিটু বলরাম পরিমল দে, সুকুমার সমাজপতির পাশাপাশি সুভাষ ভৌমিক, সুধীর কর্মকার গৌতম সরকারের। তবু তিনি ভুলতে পারেননি বলরামের কথা। নিজের নামের সঙ্গে ফুটবলার বলরামের নাম এক হওয়ায় বলরাম বলেছিলেন, তুমি আমার সেরা বন্ধু।

প্রিয় ক্লাবের ৬৩ বছরের কর্মজীবনে বহু সচিব, কর্মকর্তা, সহকর্মীর সান্নিধ্য পেলেও জীবনে ভুলতে পারবেন না দেবব্রত সরকার মানে সবার প্রিয় নীতুর কথা। দেবব্রত সরকার প্রসঙ্গে বলরামবাবু (বলাই) বলেন, খুব ছোটবেলা থেকে দেখছি। খুব একনিষ্ঠ ছিল। বরাবরই ওর মধ্যে শেখার আগ্রহ ছিল। সবার সঙ্গে দারুণ সম্পর্ক, যেটা আজও বজায় রেখে চলেছে। ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ শনিবার ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভায় আমাকে সংবর্ধনা দেওয়ার পেছনে মস্তিষ্ক রয়েছে নীতুর। সত্যি সংবর্ধনা পেয়ে আমি অভিভূত। শুধু আমি নই, আমার গোটা পরিবার ঋণী ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কাছে।

ফুলের তোড়া, উত্তরীয়, শাল, মানপত্র, মিষ্টির হাঁড়ি, টাইটান ঘড়ির পাশাপাশি ৫০ হাজার টাকার একটা চেক তুলে দেওয়া হয় বলরামবাবু অর্থাৎ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সবার প্রিয় বলাইদার হাতে। সংবর্ধনা শেষে মঞ্চ থেকে নামতেই বহু মানুষ তাঁকে জড়িয়ে ধরেছেন, প্রণাম করেছেন এই স্মৃতিটুকু নিয়েই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে চান তিরাশি বছরের চিরযুবক বলরাম বাবু। কবীর সুমনের গানের ভাষায় ... 'তিনি বৃদ্ধ হলেন, বনস্পতির ছায়া দিলেন।' ভালো থাকুন বলাইবাবু। আপনারা যে ইস্টবেঙ্গলের আপনজন।

ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন ডিফেন্ডার টমাস ম্যাথুজ প্রয়াত

সমাচার প্রতিবেদন : ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রাক্তন ফুটবলার টমাস ম্যাথুজ প্রয়াত। একুশে অক্টোবর, সোমবার তিনি প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল একাত্তর বছর। উনিশশো উনআশি সালে তিনি বেঙ্গালুরু থেকে ইস্টবেঙ্গল জার্সি গায়ে খেলার জন্য কলকাতা ময়দানে এসেছিলেন। সে বছর তাঁর সঙ্গে বেঙ্গালুরু থেকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের জার্সি গায়ে খেলার জন্য এসেছিলেন দেবরাজ, নাজিব। লাল হলুদ জার্সি গায়ে তিনি খেলেন তিন বছর। অর্থাৎ উনোআশি থেকে একাশি সাল পর্যন্ত। ইস্টবেঙ্গল জার্সি গায়ে তিনি খেলেন তিন বছর। ইস্টবেঙ্গল জার্সি গায়ে উনআশি সালে যে ক'জন ফুটবলার নজর কেড়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন টমাস ম্যাথুজ। যেসব গুণ থাকলে একজন ভালো ডিফেন্ডার হওয়া যায় অর্থাৎ কন্ডিশনিং, কভারিং, অ্যান্টিসিপেশন, শারীরিক সক্ষমতা, সব বিভাগে ক্রীড়ামোদীদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছেন। ফুটবলার হিসেবে তাঁর প্রথম ক্লাব বেঙ্গালুরু মুসলিম। বছরটা ছিল উনিশশো বাহাত্তর। এরপর তিনি তিয়াত্তর সাল

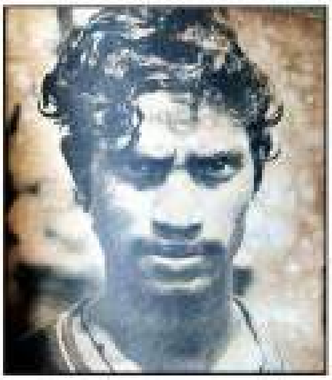

থেকে পঁচাত্তর সাল পর্যন্ত খেলেন সিআইএল ক্লাবের জার্সি গায়ে। ছিয়াত্তর এবং সাতাত্তরের মরশুমে তিনি খেলেন এইচএএল ক্লাবের জার্সি গায়ে। আটাত্তরের মরশুমে তিনি খেলেন আইটিআই দলের হয়ে। ছিয়াত্তর এবং সাতাত্তরের মরসুমে তিনি কর্ণাটকের হয়ে সন্তোষ ট্রফিতে প্রতিনিধিত্ব করেন। সাতাত্তর এর মরশুমে ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে কাবুল সফর করেন। সে বার ভারতীয় দলের কোচ ছিলেন অরুণ ঘোষ। উনআশি সালে ইস্টবেঙ্গল কোচ অরুণ ঘোষের পরামর্শে লাল হলুদ জার্সি গায়ে আবির্ভাব তাঁর। প্রথমে লেফট ব্যাক হিসেবে খেলা শুরু করলেও পরে পাকাপাকিভাবে রাইট ব্যাক পজিশনে খেলার সিদ্ধান্ত নেন। আশি সালে ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্সের অন্যতম ভরসা ছিলেন বেঙ্গালুরু থেকে আসা টমাস ম্যাথুজ। সেবার ইস্টবেঙ্গলকে যুগ্মভাবে ফেডারেশন কাপ এবং রোভার্স কাপে চ্যাম্পিয়ন করতে বড় ভূমিকা পালন করেন তিনি। বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা টমাস ম্যাথুজের মৃত্যুতে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে লাল হলুদ পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।

ঘুমের দেশে পাড়ি দিলেন কাজল চ্যাটার্জি

সমাচার প্রতিবেদন ঃ ১৯৭৯ এবং ১৯৮০ সালে সেই উত্তাল সময়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে প্রাক্তন মিডফিল্ডার ফুটবলার কাজল চ্যাটার্জি ঘুমের দেশে পাড়ি দিয়েছেন। ২৪ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা নাগাদ একটি সরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন কাজল চ্যাটার্জি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি রেখে গেলেন স্ত্রী এবং দুই কন্যাকে। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকের ছায়া ইস্টবেঙ্গল ক্লাবসহ গোটা ময়দান জুড়ে। ১৯৭৯ সালে তিনি লাল-হলুদ জার্সি গায়ে খেলার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। কিন্তু সেবার অরুণ ঘোষের কোচিং-এ ইস্টবেঙ্গল জার্সি গায়ে খেলার তেমন সুযোগ পাননি বেহালার সরকার হাটের বাসিন্দা কাজল চ্যাটার্জি। ১৯৭৯ সালে সেভাবে সুযোগ না পেলেও ১৯৮০-র মরশুমে কোচ প্রদীপ (পিকে) ব্যানার্জীর কোচিং-এ তিনি ছিলেন দলের নির্ভরযোগ্য মিডফিল্ডার। কারণটা আর কিছুই নয়, ৮০-র মরশুমে ইস্টবেঙ্গল দল ছাড়েন সমরেশ চৌধুরী, প্রশান্ত ব্যানার্জীর মতো দুই নামী ফুটবলারের পাশাপাশি আরও ৭ জন তারকা ফুটবলার। তাই কোচ পিকে ব্যানার্জী, হাবিব, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সুধীর কর্মকার, অধিনায়ক সত্যজিৎ মিত্রের পাশাপাশি মাঝমাঠের দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন কাজল চ্যাটার্জি নামে এক অখ্যাত ফুটবলারকে। মাঝ মাঠে সেবার লাল-হলুদ জার্সি গায়ে কাজলের দাপুটে খেলা ময়দানে ফুটবল মহলে বিশেষভাবে নজর কেড়েছিল। ৮০-র মরশুমে মজিদ বিসকর, জামশেদ নাসিরি, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, হাবিব, সুধীর কর্মকার, কাজল চ্যাটার্জিকে নিয়ে গড়া ইস্টবেঙ্গল দলকে কোনও ভারতীয় দল হারাতে পারেনি। সেবার শক্তিশালী মোহনবাগান এবং মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে এক রকম ভাঙা দল নিয়ে ইস্টবেঙ্গল ফেডারেশন কাপ এবং রোভার্স কাপে যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ান হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। ইডেনে

আয়োজিত ফেডারেশন কাপ ফাইনালে মোহনবাগানের বিখ্যাত মিডফিল্ডার প্রসুন ব্যানার্জি এবং রোভার্স কাপের ফাইনালে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে নামী তারকা মিডফিল্ডার প্রশান্ত ব্যানার্জিকে রুখে দিয়ে কাজল ইস্টবেঙ্গলকে যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ন করতে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। কোচ পি. কে. ব্যানার্জি ফেডারেশন কাপ এবং রোভার্স কাপে কাজলের দাপুটে খেলা দেখে বলেছিলেন মাঝমাঠের মাস্তান ফুটবলার। ২ বছর ইস্টবেঙ্গল জার্সি গায়ে খেলার পর ৮১'র মরশুমে তিনি নাম লেখান মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের জার্সি গায়ে খেলার জন্য। ১৪ বছর পর ৮১'র মরশুমে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব-কে কলকাতা লিগে চ্যাম্পিয়ান করাতে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন কাজল। বাংলার হয়ে না খেললেও রেলওয়েজ দলের হয়ে বেশ কয়েক বছর সন্তোষ ট্রফিতে প্রতিনিধিত্ব করার কৃতিত্ব রয়েছে তাঁর। ফুটবলার হিসাবে বুট তুলে রাখার পর তিনি ময়দানে কোচিং করিয়েছেন হাওড়া ইউনিয়ন, জর্জ টেলিগ্রাফ, ইয়ংবেঙ্গল এবং মিলনবীথি ক্লাবে। মিলনবীথি ক্লাবকে পঞ্চম ডিভিশন থেকে সুপার ডিভিশনে তুলে আনার পিছনে বড় ভূমিকা ছিল কাজলের। ১৯৯৫ সালে তাঁর কোচিং-এ অনূর্ধ্ব ২১ জাতীয় ফুটবল টুর্নামেন্টে বাংলা দল রানার্স খেতাব অর্জন করেছিল। তাঁর কোচিং-এ উঠে আসা দেবজিৎ ঘোষ, বাসুদেব মণ্ডল পরবর্তী সময়ে ভারতীয় ফুটবল দলে দাপিয়ে খেলেছেন। ফুটবলার এবং কোচের দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি সংগঠক হিসাবেও ময়দানে নাম করেছিলেন তিনি। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকে তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে লাল-হলুদ পতাকা এবং ফুলের মালা দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। পাশাপাশি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পতাকা অর্ধ নমিত রাখা হয়।

ইস্টবেঙ্গল ফুটবল স্কুল

সমাচার প্রতিবেদন ঃ ফুটবলে বহু ইতিহাস রয়েছে শতাব্দী প্রাচীন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের। ফলে আগামী দিনে নতুন প্রতিভা তুলে আনার লক্ষ্যে লাল-হলুদ কর্তারা ফুটবল স্কুল আকাডেমি পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন। গত ১০ বছর ধরে রমরমিয়ে চলছে ইস্টবেঙ্গল স্কুল ফুটবল আকাডেমি। এই স্কুল ফুটবলে ৪ থেকে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে এবং মেয়েদের আধুনিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বিভিন্ন পর্যায়ে বয়স ভিত্তিক ফুটবলারদের জন্য আলাদা আলাদা বিভাগে নামী ও অভিজ্ঞ কোচের পরিচালনায় ফুটবলাররা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে অনুশীলনে ব্যস্ত থাকে। সপ্তাহে তিনদিন অর্থাৎ বৃহস্পতি, শনি এবং রবিবার অনুশীলন করানো হয় শিক্ষার্থীদের। সব আধুনিক সুযোগ সুবিধার পাশাপাশি অনুশীলন শেষে ফুটবলারদের সুষম আহারেরও ব্যবস্থা রয়েছে। এই ধরনের স্কুল ফুটবল আকাডেমি কলকাতা ময়দানে তো বটেই গোটা বাংলায় আছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। ইস্টবেঙ্গল সমাচারে ধারাবাহিকভাবে স্কুল ফুটবল শিক্ষার্থী ছেলে, মেয়ে এবং অবশ্যই তাদের অভিভাবকদের একান্ত সাক্ষাৎকার ভিত্তিক লেখা প্রকাশিত হবে।

রায়ান ঘোষ

বয়স - ৯ বছর
স্কুল - দিল্লি পাবলিক স্কুল, রুবি পার্ক
শ্রেণী - চতুর্থ শ্রেণী
বাড়ি - ১৮ই ইস্ট রোড, কোলকাতা-৭৫, সন্তোষপুর
বাবা - নির্ঝর ঘোষ
মা - প্রেরণা ঘোষ
পজিশন - মিডফিল্ডার

সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল। ফুটবল তা আবার বাঙালি খেলবে না, তা কখনও হয় নাকি! তাই ফুটবলের টানেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের স্কুল ফুটবল আকাডেমিতে ভর্তি রায়ান ঘোষের। ওর বাড়ি ১৮ই ইস্ট রোড, সন্তোষপুর। বাবা নির্ঝর ঘোষ। মা প্রেরণা ঘোষ। একমাত্র ছেলেকে নিয়ে ঘোষ পরিবারে তিন সদস্য। রায়ানের বয়স মাত্র ৯ বছর। দিল্লি পাবলিক স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র রায়ান। ক্রিকেট নয়, খুব ছোট্টবেলা থেকেই সাদা-কালো আঁকিবুকি চামড়ার বলটির প্রতি ওর আকর্ষণ। বাড়ির একমাত্র ছেলের ফুটবলের প্রতি প্রবল আগ্রহ দেখে মুগ্ধ হয়ে যান বাবা নির্ঝর ঘোষ এবং মা প্রেরণা ঘোষ। পরিবারের সবাই ইস্টবেঙ্গল সমর্থক। ফলে ইস্টবেঙ্গল স্কুল ফুটবল আকাডেমিতে ভর্তি করাতে সিদ্ধান্ত নেন সন্তোষপুরের ঘোষ দম্পতি। প্রথমে রায়ান ফুটবল অনুশীলন শুরু করে গীতাঞ্জলী স্টেডিয়ামে। সেখানেই ঘোষ দম্পতি খোঁজ পান ইস্টবেঙ্গল স্কুল ফুটবল আকাডেমির। বাবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত, আর মা নৃত্যশিল্পী। একটি নাচের স্কুল পরিচালনা করেন। কাজের ব্যস্ততার মধ্যে ঘোষ দম্পতি একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন একমাত্র ছেলেকে ইস্টবেঙ্গল ফুটবল স্কুল আকাডেমিতে ভর্তি করানোর ব্যাপারে। যেমন ভাবা তেমন কাজ। তাই এ বছরের মার্চ মাসে রায়ানকে ইস্টবেঙ্গল স্কুল ফুটবল আকাডেমিতে ভর্তি করিয়ে দেন ঘোষ দম্পতি। সন্তোষপুর থেকে ইস্টবেঙ্গল মাঠ। এত দূরের রাস্তা পেরিয়ে রায়ানকে ইস্টবেঙ্গল মাঠে অনুশীলন নিয়ে আসবে কে? সমস্যার সমাধান করতে এক পায়ে রাজি হয়ে গেলেন নৃত্যশিল্পী মা প্রেরণা। সব কাজ সামলে প্রেরণা ঠিক সময়মতো রায়ানকে নিয়ে ইস্টবেঙ্গল মাঠে হাজির হন। তিনি যখন পারেন না তখন দায়িত্ব সামলান বাবা নির্ঝর ঘোষ। রায়ান যখন অনুশীলনে ব্যস্ত থাকে তখন মা প্রেরণার একমাত্র ছেলেকে অনুপ্রেরণা দিতে জায়গা হল ইস্টবেঙ্গল গ্যালারিতে কিংবা মাঠের ধারে। ঘণ্টা দুয়েক বসে কিংবা দাঁড়িয়ে থাকলেও এতটুকু ক্লান্তি নেই প্রেরণা দেবীর মুখে। বরং রায়ানকে ঘিরে অনেক প্রত্যাশা মায়ের।

রায়ানের ব্যাপারে কিছু জানার কথা বলতেই প্রেরণা দেবী বলেন, ছোট থেকে ওর ফুটবলের প্রতি আগ্রহ দেখে আমরা দু'জনে মুগ্ধ হয়ে যাই। তাই ওকে ইস্টবেঙ্গল স্কুল ফুটবল আকাডেমিতে ভর্তি করিয়ে দিতে দু'বার ভাবিনি। সত্যি কথা বলতে কী আমাদের বহু দিনের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পরিবেশ দেখে মুগ্ধ আমরা। আগামী দিনে রায়ান বড় হয়ে কলকাতার ময়দানে নামী ফুটবলার হবে কি না তা জানা নেই। তবে ওকে প্রতিষ্ঠিত করতে সব রকম কষ্ট সহ্য করতে রাজি আছি আমরা। এখানে বেশ ভালোভাবে বয়স ভিত্তিক আলাদা আলাদা কোচেদের তত্ত্বাবধানে অনুশীলন হয়। যা দেখে আমার ছেলেও খুব খুশি। আমরা চাই ও শুধু মন দিয়ে অনুশীলন করুক। মিডফিল্ডার হিসাবে কলকাতার ময়দানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে ইস্টবেঙ্গল মাঠে ফুটবল স্কুল আকাডেমিতে নিয়মিত অনুশীলনে মগ্ন থাকে দিল্লি পাবলিক স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র রায়ান। কলকাতা ময়দানে রায়ান প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে কিনা তা অবশ্য সময়ই বলবে।

দত্তাত্রেয় সাহা

বয়স - আট বছর
স্কুল - সাউথ পয়েন্ট
শ্রেণী - দ্বিতীয় শ্রেণী
বাড়ি - আমায়া রেসিডেন্সি, নরেন্দ্রপুর, কোলকাতা - ৭০০ ১৪৯
বাবা - দীপাঞ্জন সাহা
মা - দেবশ্রী সাহা
পজিশন - স্ট্রাইকার

আর পাঁচটা বাঙালি ছেলের মতো ফুটবল অন্তপ্রাণ দত্তাত্রেয় সাহা। দত্তাত্রেয়র বাবা দীপাঞ্জন সাহার ইচ্ছে বড় ছেলের মতো বাড়ির ছোট ছেলেকেও পেশাদার ফুটবলার তৈরি করার। ফুটবলের প্রতি বেশ ঝোঁক ছিল দত্তাত্রেয়র বাবা দীপাঞ্জন সাহার। এক সময় ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন দীপাঞ্জন। কিন্তু সেই স্বপ্নপূরণ হয়নি তাঁর। তাই নিজের অধরা স্বপ্নপূরণ করতে চান দীপাঞ্জন। তাই বড় ছেলের মতো ছোট ছেলে দত্তাত্রেয়কেও ইস্টবেঙ্গল স্কুল ফুটবল আকাডেমিতে ভর্তি করিয়ে দিতে দু'বার ভাবেননি। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করলেও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের স্কুল ফুটবল আকাডেমির অনুশীলনে দত্তাত্রেয়কে নিয়ে ঠিক সময় মতো অনুশীলনে হাজির হতে যান বাবা দীপাঞ্জন সাহা। সাউথপয়েন্ট স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র দত্তাত্রেয়র আদর্শ ফুটবলার আর্জেন্টিনার অধিনায়ক লিওনেল মেসি। মেসির মতো খেলতে চায় নরেন্দ্রপুরের বাসিন্দা দত্তাত্রেয়। আগামী দিনে দত্তাত্রেয় কলকাতা ময়দানে প্রতিষ্ঠিত ফুটবলার হতে পারবে কিনা, তা জানার জন্য আরও কয়েক বছর অপেক্ষা করতেই হবে। কিন্তু ওকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন বাবা দীপাঞ্জন সাহার পাশাপাশি মা দেবশ্রী সাহা। আগামী দিনে পেশাদার ফুটবলার হিসেবে বাড়ির ছোট ছেলে দত্তাত্রেয়কে তৈরি করতে চান নরেন্দ্রপুরের বাসিন্দা সাহা দম্পতি। আর এ জন্য যত কষ্ট সহ্য করতে হবে তা করতে রাজি আছেন সাহা দম্পতি। দত্তাত্রেয় সম্পর্কে প্রসঙ্গ উঠতেই বাবা দীপাঞ্জন বলেন, ছোটবেলায় আমারও ফুটবলের প্রতি খুব আগ্রহ ছিল। সেটাই আজ দেখতে পাচ্ছি দত্তাত্রেয়র মধ্যে। আমি চাই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের স্কুল ফুটবল আকাডেমিতে অনুশীলন করে পেশাদার ফুটবলার হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ব্যাপারে আরও একধাপ এগিয়ে যাক দত্তাত্রেয়। স্বপ্ন দেখি লাল-হলুদ জার্সি গায়ে দত্তাত্রেয়র খেলার। লাল-হলুদ জার্সি গায়ে ইস্টবেঙ্গল মাঠে অনুশীলন করতে পেরে বেজায় খুশি সাউথ পয়েন্ট স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র দত্তাত্রেয়। বাবার মতো দত্তাত্রেয়র লক্ষ্য আগামী দিনে লাল-হলুদ জার্সি গায়ে কলকাতা ময়দানে খেলার। আর সেই লক্ষ্য নিয়েই ইস্টবেঙ্গল মাঠে স্কুল ফুটবল আকাডেমির অনুশীলনে বাবার হাত ধরে নিয়মিত হাজির হয় নরেন্দ্রপুরের বাসিন্দা খুদে ফুটবলার দত্তাত্রেয়। স্ট্রাইকার হিসেবে আগামী দিনে দত্তাত্রেয় কলকাতা ময়দানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে কিনা তা অবশ্যই সময় বলবে। তবে বাড়ির ছোট ছেলেকে পেশাদার ফুটবলার হিসেবে কলকাতা ময়দানে প্রতিষ্ঠিত করতে নরেন্দ্রপুরের সাহা দম্পতি কোনও ত্রুটি রাখতে চান না।

ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট স্কুল

সমাচার প্রতিবেদন : ১৯২০ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রতিষ্ঠা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ক্লাবের তিনটি বিভাগ চালু হয়। ফুটবল ফুটবল, ক্রিকেট এবং হকি। তখন ফুটবল বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন বনোয়ারী লাল রায়। ক্রিকেট এবং হকি বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন শৈলেশ বসু। সেই সময় ফুটবলের পাশাপাশি অসামান্য ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন তিনি। সবচেয়ে বড় কথা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যও ছিলেন শৈলেশ বসু। এরপর ১৯২৪ সালে হেমাঙ্গ বসু ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট দলের অধিনায়কত্ব করেন। উল্লেখ্য ১৯২৪ সালে হেমাঙ্গ বসু ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ফুটবল এবং ক্রিকেট দলের অধিনায়কত্ব করে এক বিরল নজির সৃষ্টি করেন। এক সময় ভারতীয় ক্রিকেটের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী, সম্বরন বন্দোপাধ্যায়-র মতো ক্রিকেটাররা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের হয়ে খেলেছেন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ক্রিকেট আকাডেমি বহু পুরনো। মূল উদ্দেশ্য অভিজ্ঞ কোচেদের তত্ত্বাবধানে একেবারে অল্পবয়স থেকে ক্রিকেটের যাবতীয় টেকনিক হাতে ধরে শেখানো। যাতে বড় হয়ে নিজেদের নির্ভুল টেকনিকের অধিকারী হয়ে নামী ক্রিকেটার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। ইস্টবেঙ্গল সমাচারে প্রতি সংখ্যায় একটি বিশেষ প্রতিবেদন থাকবে ক্রিকেট আকাডেমিতে প্রশিক্ষণরত ছাত্র এবং তাদের অভিভাবকদের একান্ত সাক্ষাৎকার।

সুপ্রজিৎ পাল

বয়স : ৮ বছর
স্কুল : চিলড্রেন ফাউন্ডেশন, গোপালপুর, মহেশতলা
শ্রেণী : তৃতীয় শ্রেণী
বাড়ি : পি ১৬৭ মুদিয়ালি ফার্স্ট লেন, গার্ডেনরিচ কোলকাতা-২৪
বাবা : প্রসেনজিৎ পাল
মা : সুলতা পাল
পজিশন : ব্যাটসম্যান

সুপ্রজিৎ পাল। ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট আকাডেমির শিক্ষার্থী। ওর বাবা প্রসেনজিৎ পাল বেসরকারি অফিসে কর্মরত। একসময় ক্রিকেটার হওয়ার ইচ্ছে ছিল প্রসেনজিৎ-এর। কিন্তু বাড়ির আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভালো না থাকার জন্য ব্যাট তুলে রেখে সংসারের হাল ধরতে হয়েছিল তাঁকে। তাই ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্নপুরণ হয়নি মুদিয়ালি ফার্স্ট লেনের বাসিন্দা প্রসেনজিৎ পালের। আর সেই অধরা স্বপ্নপূরণের জন্য তিনি সুপ্রজিৎকে ভর্তি করিয়ে দেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ক্রিকেট আকাডেমিতে। মুদিয়ালি ফার্স্ট লেনের বাসিন্দা প্রসেনজিৎ-সুলতার একমাত্র ছেলে সুপ্রজিৎ চিলড্রেন ফাউন্ডেশন স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। ওর আদর্শ ক্রিকেটার হলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অলরাউন্ডার ক্রিকেটার আন্দ্রে রাসেল। সুপ্রজিৎ সম্পর্কে বাবা প্রসেনজিৎ বলেন, আমার মতো ওর ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেটের প্রতি ঝোঁক। আমার ক্রিকেটার হওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল।

তবে সাংসারিক দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে ক্রিকেটার হওয়ার ইচ্ছে পুরণ হয়নি। তাই স্বপ্নটা এখন দেখছি একমাত্র ছেলে সুপ্রজিৎকে নিয়ে। ফলে ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট আকাডেমিতে ওকে ভর্তি করাতে দু'বার ভাবিনি আমরা। বেশ কিছুদিন হল ওকে ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট আকাডেমিতে ভর্তি করাই। সত্যি কথা বলতে কী আমার মতো ছেলে সুপ্রজিৎ ও খুব খুশি ইস্টবেঙ্গল আকাডেমিতে অনুশীলনের সুযোগ পেয়ে। এখানে আরও মনোযোগ দিয়েছে অনুশীলনে। ইস্টবেঙ্গল স্কুল ক্রিকেট আকাডেমিতে ভর্তি হয়ে রাসেলের মতো নামী ক্রিকেটার না হতে পারলেও সুপ্রজিৎ যেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পাশাপাশি বাংলা দলের জার্সি গায়ে খেলতে পারে, সেই আশাতেই প্রহর গুনছি আমরা দু'জনে। আর সেজন্য আমি এবং আমার স্ত্রী সুলতা সব দুঃখ কষ্ট মুখ বুজে সহ্য করতে রাজি আছি। ইস্টবেঙ্গল আকাডেমিতে অনুশীলন করতে পেরে খুশি চিলড্রেন ফাউন্ডেশন স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রটি। । সুপ্রজিৎকে অনুশীলনে নিয়ে আসে বাবা প্রসেনজিৎ। তিনি জানান, ছেলেকে ঘিরেই আমার স্বপ্নপূরণের স্বপ্ন দেখা। জানিনা সেই স্বপ্ন পূরণ হবে কি না। বাবা প্রসেনজিৎ-এর স্বপ্নপূরণ সুপ্রজিৎ করতে পারবে কিনা তা অবশ্য সময়ই বলবে।

জিশান মণ্ডল

বয়স : ১৩ বছর
স্কুল : চাপাপুকুর উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়
শ্রেণী : অষ্টম শ্রেণী
বাড়ি : বসিরহাট বাগপুকুর
বাবা : ঈশান মণ্ডল
মা : সাবনান ফিরদৌসি
পজিশন : অলরাউন্ডার

বাবা ঈশান মণ্ডলের ছোটবেলা থেকে খেলাধুলার প্রতি খুবই আগ্রহ ছিল। খেলার প্রতি আগ্রহ থাকলেও নিজে কখন মাঠমুখো হতে পারেননি নানা কাজের চাপে। তাই তাঁর লক্ষ্য ছিল পুত্রসন্তান হলে তাকে খেলার মাঠে পাঠাবেন। বড় ছেলে জিশান মণ্ডল খুব ছোটবেলা থেকে খেলাধুলার প্রতি খুব আগ্রহ দেখে মুগ্ধ হয়ে যান বাবা ঈশান। বড় ছেলের ক্রিকেটের প্রতি আগ্রহ দেখে বাবা ঈশান খোঁজ করতে থাকেন একটা ভালো ক্রিকেট আকাডেমিতে ভর্তি করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু হন্যে হয়ে খুঁজলেও ভালো ক্রিকেট আকাডেমির খোঁজ পাচ্ছিলেন না তিনি। শেষ পর্যন্ত একদিন বসিরহাট থেকে শিয়ালদহ আসার পথে পরিচয় হয় ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট আকাডেমির দায়িত্বে থাকা বিশ্বজিৎ দাসের সঙ্গে। বিশ্বজিৎ বাবুর মুখে সব কথা শুনে ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট আকাডেমিতে জিশানকে ভর্তি করিয়ে দিতে সিদ্ধান্ত নিতে দু'বার ভাবেননি তিনি। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। একদিন সকালে বসিরহাট বাগপুকুর থেকে জিশানকে নিয়ে সোজা হাজির হন লেসলি ক্লডিয়াস সরণিতে অবস্থিত শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব ইস্টবেঙ্গলে। প্রায় এক বছর হল ছেলেকে ভর্তি করানো হয়েছে ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট স্কুল আকাডেমিতে। মাত্র এক বছরের মধ্যেই অনুশীলনে বেশ নজর কেড়েছে বসিরহাট চাপাপুকুর উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ১৩ বছর বয়সি জিশান। অনুশীলনে ছেলের সাবলীল ব্যাটিং, বোলিং, দেখে খুশি বাবা ঈশান এবং মা সাবনান ফিরদৌসি। ছেলে জিশান সম্পর্ক বলতে গিয়ে বাবা ঈশান বলেন, আজ বলতে দ্বিধা নেই এক বছর অনুশীলন করে ছেলের অনেক উন্নতি হয়েছে। শুধু আমি নই জিশানও বেশ খুশি। এখানে ক্রিকেটের প্রতিটি বিষয় কোচ পিনাকী স্যার, স্বপন স্যার এবং সুশান্ত স্যার হাতে ধরে দেখিয়ে দেন। সব চেয়ে বড় কথা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পরিবেশ আমাদের গোটা পরিবারকে মুগ্ধ করেছে। আর সে জন্য আমি এবং আমার স্ত্রী সাবনান ফিরদৌসি সব রকম কষ্ট করতে রাজি আছি। মহম্মদ সামি, মহেন্দ্র সিং ধোনি, বিরাট কোহলির অন্ধভক্ত জিশান। আগামী দিনে জিশান সামি, ধোনি, বিরাট কোহলির মতো ভারতীয় দলে খেলবে কিনা তা লাখ টাকার প্রশ্ন। তবে জিশানের স্বপ্নসার্থক করার জন্য বাবা ঈশান এবং মা সাবনান ফিরদৌসির চেষ্টার কোনও ত্রুটি নেই, তা বলাই বাহুল্য।

SERUM
Group

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

এলাহাবাদ ALLAHABAD

ভারতীয় মহিলা হকি দল এশিয়ান কাপ চ্যাম্পিয়ন

ক্লাবের প্রথম লাল-হলুদ জার্সি হাতে কোচ অস্কার

সম্পাদক : ডাঃ শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত সম্পাদকমণ্ডলী : রাজীব গুহ, পারিজাত মৈত্র ও অরূপ পাল

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষে মানিক দাসগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং কম্পেড ওয়ার্কস দ্বারা মুদ্রিত।

ইস্টবেঙ্গল সমাচার নিয়মিত পাওয়া যাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁবুতে

ফোন : ০৩৩-২২৪৮৪৬৪২। e-mail:www.eastbengalclub.com